भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

वर्ग संख्या
Class No. 182.Nd

पुस्तक संख्या
Book No. 875.1

रा० पु०/N. L. 38.
MGIP Sant.—45 NL (Spl/69)—4-8-69—1,00,000.

182. Nd. 875. 1.

২

RARE BOOK

সিংহল-বিজয়

NATIONAL LIBRARY
No. Imp 4499
DATE 14.11.09
CALCUTTA

কাব্য।

OR

THE CONQUEST OF CEYLON

BY

VIJAYA A PRINCE OF BENGAL.

AN EPIC POEM.

শ্রী শ্যামাচরণ শ্রীমানী প্রণীত।

সম্বৎ ১৯৩১।

(76)

CALCUTTA.

PRINTED BY BEHARY LALL BANNERJEE
AT MESSRS. J. G. CHATTERJEA & CO'S PRESS,
115, AMHERST STREET.
PUBLIHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY
NO. 30 BECHOO CHATTERJEE'S STREET.
1875.

ভূমিকা।

বর্ত্তমান কালে বঙ্গের দুরবস্থা দেখিয়া অনেকেই অনুমান করেন যে, হীনবীর্য্য বঙ্গসন্তানগণ কোন কালেই যুদ্ধ-বিগ্রহাদি কার্য্যে সংসক্ত হয়েন নাই এবং হইবেনও না। ভবিষ্যতের অপরিজ্ঞেয় গর্ভে যে কি অন্তর্নিহিত আছে তাহার পরিজ্ঞান মানব-বুদ্ধির অতীত; কিন্তু অতীত কালের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে পারিলে যে উপরোক্ত মতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে পারা যায় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আহ্লাদের বিষয় এই, অধুনা অনেকেই চক্ষুরুন্মীলন করিয়া এতৎ-সংক্রান্ত বিষয় সকলের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পাঠক! ইহাই আমার উপস্থিত কাব্য-রচনার উত্তেজক। বঙ্গ-রাজকুমার বিজয় ৫৪৩ পূঃ খৃঃ সাত-শতমাত্র সহচর সমভিব্যাহারে লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করেন—ইহা স্বদেশ-গৌরবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় নহে! তদ্বিবরণ বর্ণনই আমার কাব্যরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এস্থলে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই ঐতিহাসিক ঘটনা কাব্যচ্ছলে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য কি? তদুত্তরে বক্তব্য এই—"মহাবংশ" লিখিত সংক্ষিপ্ত মূলমাত্র অবলম্বন করিয়া আমার এই গ্রন্থ বিস্তৃত হইয়াছে; ঐতিহাসিক প্রণালীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে

হইলে কেবল বিড়ম্বনারই জন্ম হইত, বোধ হয় কপর্দ্দক ব্যয় স্বীকার করিয়াও কেহ ইহাতে আসক্ত হইতেন না; কিন্তু সামান্য বর্ণনাও কাব্যে অসামান্য শ্রীসম্পন্ন হইয়া থাকে বলিয়াই, আমি এই পথে পদার্পণ করিয়াছি।

তবে কি আমি এক জন কবি? আমার পূর্ব্ব কথায় রসিক পাঠকের মনে এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে। আমি কবি হই বা না হই, কবিতা-দেবীর মুগ্ধকরী মোহিনী-শক্তি-বলে মাতৃভক্ত ভ্রাতৃবর্গ, জননীর বিজয়-ঘোষণায় মোহিত হইতে পারেন! তাহা হইলেই যথেষ্ট। তবে যদি, পাঠক স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে কবি বলিতে চাহেন বলুন, অথবা প্রলাপজ্ঞানে বাতুল বলুন, তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, কারণ হীনবীর্য্য বঙ্গ-সন্তানগণকে বীর-রসাস্বাদনে উত্তেজিত করা বাতুলেরই কার্য্য!!

সিমুলিয়া ষ্ট্রীট
কলিকাতা।
২৯ মাঘ। সম্বৎ ১৯৩১

গ্রন্থকারস্য।

বিজ্ঞাপন।

এই কাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে "ভার্গব, সৌদামিনী, প্রভাবতী, মন্ত্রী, জয়সেন, বিরূপাক্ষ এবং বিশালাক্ষ এই কয়জন ব্যতীত আর সকলই ঐতিহাসিক।

সিংহল-বিজয় কাব্য।

প্রথম সর্গ।

ওমা বাক্য প্রসবিনি, কল্যাণ দায়িনি
বাণি, উর গো মা আজি এ মূঢ়ের চিত্ত-
সিংহাসনে ! শ্রীচরণ প্রসাদে এ দাস
গাইবে গো, বঙ্গ রবি, হে ভারতি, যবে
উজলিল লঙ্কাদ্বীপ—নবগীত, মাতি
নব রসে। কি ভয় অভয়ে, যারে তুমি,
ভাব প্রদায়িনি, কর দয়া—কে ডরে মা
ভাবার্ণবে হইলে সুকাণ্ডারী তারিণী!—
আরো ভিক্ষা মাগে দাস. তরুণী কল্পনা,
তব দাসী, বিমোহিত যার মায়া জালে
ত্রিভুবন—কুহকিনী, কনক বরণী।
তাঁরে লয়ে এস দেবী, আবর আমায়
দিয়া পদ ছায়া, মহানন্দে গো জননি,
করি আমি জন্মভূমি-গৌরব কীর্ত্তন !

নমি পদে, শ্রীমধুসূদন! অবগাহি
সুখাত সলিলে তব, পরম নির্ভয়ে
হংস যথা, মানস সরসে! মোরে দেহ

বর; হাসিতে হাসিতে ভাসি যেন দেব,
মধু কবিতা সাগর-তরঙ্গ মাঝারে!
যথা লোকালোক(১) পারে বসেন বিধাতা,
এড়াইয়ে ভূমি স্বর্ণময়, শচী সহ
উতরিল আসি দেব ত্রিদিব ঈশ্বর,
দেবেন্দ্র সুধীর। মৃদু মরাল গমনে
পশিলা দেব দম্পতী বিষ্ণুর সম্মুখে;
পারিজাত পুষ্প মালা, পূর্ণ সুসৌরভ,
নমিয়া অর্পিলা দোঁহে শ্রীহরি চরণে,—
শোভিলা শ্রীপাদ পদ্ম আহা মরি, মরি!
পূর্ণ শশধর যথা, তারা হার মাঝে।
আশীষি দেবেরে, দেব হাসিয়া কহিলা—
উজলিল ত্রিভুবন; সপ্তস্বর হ'য়ে
মূর্তিমান, বহিলা সে সুস্বর হিল্লোল
দশ দিকে; করিল পীযূষ পান দেব
পুরন্দর সহ শচী;—"আছি জ্ঞাত আমি,
যেহেতু আইলে এথা নমুচি-সূদন!
ভুঞ্জিয়াছ, বলি! ত্রেতাযুগে মহাক্লেশ,
দুর্ব্বার রাবণ হ'তে;—দুষ্ট যক্ষদল
এবে আচরিছে তথা কদাচার; নারে
মহী সে ভার বহিতে;—তাই দুঃখী তুমি

---

(১) বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে লোকালোক পর্ব্বত শ্রেণী ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃসীমা। মুসলমানেরা উক্ত পর্ব্বতকে কাফ্" ও প্রাচীন ইউরোপীয়েরা আট্লাস কহে।

স্মরি সেই পাপ স্রোতঃ বসুধার সহ,—
মহৎ যে জন সেই কান্দে পর লাগি।
আরো তুষ্ট আমি সাক্যের তপঃ প্রভাবে ;—
চীন, লঙ্কা, ব্রহ্ম আদি দেশে সে কারণ,
শোভিবে বৌদ্ধ পতাকা, আমার ইচ্ছায় ;
বহুকাল থাকিবে তোমরা সদা সুখে,
বিস্তারি বিক্রম ভারত উপরে পুনঃ—
অতএব সবে মিলি সাধ হিত। এবে
শ্বেতদ্বীপ(১) শৃঙ্গে যথা, দেবী সরস্বতী
বিহরিছে শত দলে মনের উল্লাসে,
যাও তথা ; তাঁর সহ করিয়ে মন্ত্রণা
স্বর্ণ লঙ্কাধামে আশু, করহ প্রেরণ
কুমার বিজয়ে, বঙ্গাধিপাত্মজ বীর ;
অপর করিব আমি যে হয় বিধান ”।
নীরবিলা দেব দেব, অমৃত বর্ষিয়া !
প্রণমি সাষ্টাঙ্গে তবে মহেশ চরণে,
শূন্য মার্গে চলে আখণ্ডল, ফুল্ল স্বর্ণ-
ফুল-দল-সম শচী দেবী সহ, দিব্য
ব্যোম যানে—উদিল অরুণ যেন নীল
গগনে ! কতক্ষণে শ্বেত শৃঙ্গ দিলেক
দর্শন, কিবা রজতের কান্তি! হায় রে,
যূথপতি ঐরাবত, ম্লান বপু তব

(১) “ শ্বেতদ্বীপ ” মৎস্য পুরাণে ইহাকে অস্তগিরি ও রজতো-মহান বলিয়া উল্লেখ করে।

তার কাছে!—অদূরে শোভিছে প্রবাহিনী,
পবিত্র সলিলা; কত শত প্রস্রবণ
বরিষিছে মুক্তা রাশি কে পারে গণিতে;
শ্বেতাম্বুজ শতদল, দলে দলে জলে,
ভাসিছে হিল্লোলে, তাহে পূর্ণ শশি সম,
শোভিছেন দেবী শ্বেতাঙ্গিনী বীণাপাণি!
নিরখিয়ে পৌলোমী দেবেন্দ্রে, হাসিয়ে কহিলা
মাতা—"জানিয়াছি সব ধাতার ইচ্ছায়
হে দেব ঈশ্বর! এবে যাও তুমি সুখে
নিজ স্থানে, সাধিব এ কার্য্য অবিলম্বে
আমি। অনুষ্ঠিবে অত্যাচার সিংহবাহু
সুত;—বারে বারে নিষেধিবে নৃপমণি;
না শুনিবে বিজয় কেশরী, মম মায়া
বলে;—ত্যজিবে ভূপতি কোপে প্রাণ পুত্র
বরে। তার পর, লইবে তাহারে তুমি
সিন্ধু পারে, লঙ্কাধামে যক্ষ দল মাঝে।"
এতেক কহিয়া, ল'য়ে রজত কমল
করে, শচী কবরীতে সোহাগে রাখিল
দেবী, আশীষি তাঁহারে; কিবা শোভা তার!
ভাতিলা স্থিরাদামিনী নবঘন কোলে!
হৃষ্ট মনে দেবরাজ দেবরাণী সহ,
নমি পদে গেলা চলি আপন আলয়ে।
অস্তাচলে যায় রবি লোহিত বরণ,
কিন্তু ম্লান অতি, কমল বিচ্ছেদে বুঝি;

হাসিয়া পশ্চিম দিক্ কহিলা তাঁহারে—
"চির সুখী নহে কেহ এ মহীমণ্ডলে!"
স্থানে স্থানে মেঘ দল সুবর্ণে মণ্ডিত,
শোভাময়, বিমোহিলা ক্লান্ত জীবকুলে ;—
স্রোতস্বতি নির্ম্মল সলিলা ভাগীরথী
ধরিলা সে ছবি দেবী আপন হৃদয়ে ;
বৈরীভাব ত্যজি তথা দেব প্রভঞ্জন,
চুম্বি ঘন ঘন মৃদুভাবে, আন্দোলিলা
নদী হৃদি, সুচারু হিল্লোলে, হায়, যথা,
নব প্রণয়িণী হিয়া, হেরি প্রাণপতি, বহু
দিনান্তরে! মহানন্দে পাখী কুল পিয়ে
স্নিগ্ধ বারি, কুলায়ের অভিমুখে ধায়
হৃষ্ট মনে, সহ প্রিয়জন। কমলিনী,
শিলীমুখ ধাত্রী, ক্লান্তা একে ভৃঙ্গবরে
করি স্তন্য দান—এবে পতির বিরহে
মুদিলেন অভিমানে সতী। ফুটিল যে
কতশত ফুল কে পারে গণিতে—মরি
কিবা শোভা তার! সুসৌরভে ধরাধাম
পূর্ণ একেবারে ; গন্ধবহ ভারাক্রান্ত,
তাই মৃদু মন্দ ভাবে, করিছে গমন!
এ হেন সময়ে তথা বিজয় কুমার
জাহ্নবীর তটে বীর আসি উপস্থিত,
সেবিতে সুসেব্য বায়ু—নন্দন কাননে
যথা, মন্দাকিনী কূলে বিজয়ী বাসব,

মদন মোহন রূপে। পাইয়ে সময়—
সৌদামিনী (১) সুপূর্ণা যৌবনা, বারাঙ্গনা—
আনিলেন, তারে তথা দেবী সরস্বতী
পুরাইতে বাসব বাসনা; উদি হৃদে
তার। অনুপম রূপে তার উজলিল
কুঞ্জবন, উজ্জ্বল কিরণে; আঁখি দুটী
ত্রস্তগতি, চঞ্চল খঞ্জন সম, দিক
দশে চমকিলা; পীন পয়োধর দ্বয়,
হৃদি সরসে ভাসিছে, যমজ কমল
সম; কিবা সুঠাম নিতম্ব দুলিতেছে
কুঞ্জর গমনে—তাহে খেলিছে মেখলা
নির্ঝর যেমতি, শৈলবর-দেহ মাঝে,—
নয়ন আনন্দপ্রদ! এ চারু ষোড়শী
লাগিল তুলিতে ফুলচয়, সমুল্লাসে—
কিবা শোভা হইল তখন—নৈশাকাশে
যথা, ব্যোমযান উদ্দীপ্ত আগুণে, তারা-
দল লাগিল চুম্বিতে! হেরিল বিজয়
তায়, লৌহ খণ্ডে চুম্বক যেমতি, করে
আকর্ষণ, আকর্ষিল যুবতী যুবকে;
হায় রে, পতঙ্গ ধায় পুড়িয়া মরিতে!
চতুরা অঙ্গণা বুঝিয়া মনেতে, ধনী

---

(১) সৌদামিনীর উপাখ্যানটী কল্পিত। মহাবংশে ইহার কিছুই নাই; তাহাতে বিজয়কে যথেচ্ছাচারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে, এই মাত্র।

খেলিলা চাতুরি—কপট লজ্জার ছলে
আবরিলা প্রফুল্ল আনন, মৃদু হাসি—
খেলিয়া চপলা যথা, লুকাল মেঘেতে !
সম্মোহন ফুল শর পশিল হৃদয়ে—
কুমার জ্বলিয়া তায়, কহিলা ত্যজিয়া
লাজ ভয়ে—"একাকিনী এ সুরম্য বনে
কেন আজি সুলোচনে, সুচারু হাসিনি,
এই সুসময়ে. মোরে কহ শশিমুখি !
কোন্ দেব তোমার বিরহে, কোন্ পাপে
ভাসিছে দুঃখ সাগরে ? কোন্ গৃহদ্বীপ
শূন্য করিয়াছ তুমি ? নাশিবারে দাসে,
কি মায়া পাতি করিছ ছলনা ? নহেত
কোন দোষে দোষি তব পদে দাস,
সুবদনে, পরিচয়ে জুড়াও পরাণ !
তৃষিত চকোরে তোষ বাক্য সুধাদানে,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ এই মম পণ !"
   শুনি, চিন্তিলা রূপসী ক্ষণকাল, মৌন
ভাবে—আহা মরি ! (পদ্মাসনা বাক্‌বাণী
হৃদয় কমলে তার, বসিল তখনি,
ভাব গঠাইতে) দশনে অধর চাপি—
বিম্বফলে শোভিলা মুকুতা যেন !—"রাজ-
পুত্র, আহা রমণী বল্লভ, রতিপতি
রূপে ; এ যে দেখি বন্দি আজ মম প্রেম
পাশে ; অহো ভাগ্য মম !—কিন্তু যথা, পশু-

রাজ, করিয়ে বিচ্ছিন্ন ব্যাধ-জাল বাহু-
বলে, ধায় নিজ পথে ; এ নৃপতনয়
সেইরূপ অর্থবলে, ছেদি মম প্রেম
ফাঁস, নারীরত্ন কত পারেন লভিতে ;—
নাহিক অসাধ্য কিছু জগতে ইহাঁর !
অতএব বুঝিব ইহাঁর মন। অহো !
জানি আমি এই সিংহপুরে (১) প্রভাবতী
নামে আছে বণিক দুহিতা অনুরূপ
রূপের আমার—ঠিক্ যমজা যেমতি,
একই বয়স ! নবাগতা আমি এথা,
নাহি চিনে কেহ মোরে ;—তাঁর পরিচয়ে
তবে লভিব ইহাঁরে। বণিকের দাসী
হয় মম সহচরী ;—সাধিব এ কার্য্য
আমি তার বুদ্ধিবলে—কারে নাহি চাই !
যবে প্রভাবতী লাগি অধৈর্য্য হইয়া
ভ্রমিবে কুমার, পদানত লব করি।”
মনে মনে লঙ্কাভাগ করিল সুন্দরী !
অধৈর্য্য নাগর, দেখ হেথা, মন্মথের
অব্যর্থ সন্ধানে। না পেয়ে উত্তর তার
কহিলেন পুনঃ—“ কহ অবিলম্বে প্রিয়ে
বিলম্ব না সয়, বাঁচাবে, মারিবে কিবা,
আশ্রিত এ জনে, কৃপা করি এ অধীনে !

---

(১) সিংহপুর লাল প্রদেশের রাজধানী, বঙ্গ ও মগধ দেশের মধ্যস্থিত।

মৃদু বীণাস্বরে, ঈষৎ তুলি আনন,
কহিলা মনোমোহিনী মোহিয়া মোহনে—
"এ কথা কি সাজে, ওহে রমণীভূষণ!
নৃপতি নন্দন তুমি—দাসী আমি তব—
নহি দেবী বা অপ্সরা—তব প্রজা, বাস
মম এইত নগরে—ভার্গব বৈদেহ
সুতা নাম প্রভাবতী—শৈশব বিধবা
আমি চির বিরহিনী, নাহি জানি কভু
পুরুষ কেমন। ছাড় পথ রাজপুত্র
যাইব ভবনে।" উত্তরিলা নৃপাত্মজ—
"একি কথা অনুরূপ, সুন্দরি, তোমার?
নাহি জানি পঙ্কজের মাঝে কভু রহে
আশী-বিষ, বা দুগ্ধেতে গরল! কেমনে
মধু ভাষিণি, এ বাণী-অশনি আঘাতে,
চাহ বধিবারে পদাশ্রিত জনে! যদি
যাও হে চারু লোচনে, না আশ্বাসি মোরে;
ভাসাইব তব পদ, প্রতিজ্ঞা আমার,
এই হৃদি রক্তস্রোতে! যা হয় বিচারে
এবে"! এত বলি নিষ্কাসিলা অসি, স্বর্ণ
কোষ হতে, ভয়ঙ্কর। হাসিয়া ধরিল
হস্ত সুকোমল করে সৌদামিনী, অতি
মোহিনী ভঙ্গিতে;—শিহরিলা রাজপুত্র
স্পর্শ সুখ লাভে;—পড়িল কৃপাণ খসি,
না জানে কুমার, ভূমি পরে! কি বিষম

শত্রু তুই ওরে রে মন্মথ, এ ধরায়!
ভ্রষ্ট ধর্ম্মকর্ম্ম জীব, তোর পরাক্রমে—
কেন না মরিলি তুই, হর কোপানলে?
পরে কহিলা যুবতী মধুমাখা স্বরে,
মধুকর গুঞ্জন যেমতি—" সম্বর হে
গুণাকর নাগর কুলের শ্রেষ্ঠ! একি
কাজ সাজে হে তোমায়? চন্দ্র-নিভানন
হেরেছি যে ক্ষণে, কি ক্ষণ সে ক্ষণ নাহি
জানি; সে অবধি মাতিয়াছে মম মন—
মানে না বারণ, দুর্ব্বার বারণ সম;—
ত্যজি লাজ, কামিনী প্রকৃতি ধর্ম্ম, খুলে
বলিনু তোমায়, ওহে জীবিত ঈশ্বর!
এবে মরিব বাঁচিব তব প্রেম সুধা
সংযোগ বিয়োগে! বরিলাম, বল
কি দোষ পুনঃ বরিতে? তারা মন্দোদরী
অসামান্যা বীর প্রসবিনী—পতিতা কি
তাঁরা? তাই বলি, বরিলাম রসময়;
করিলাম দেহ মন সব সমর্পণ,
হৃদয় বল্লভ, তব পদে! দেখ যেন
কুলটা বলিয়া ঘৃণা কর'না আমায়
এর পর; বাঞ্ছা কাটাইব সুখে কাল,
বাঁধিয়ে এ ভুজ পাশে বরণীয় বপু
তব, যথা হে, মাধবী সতী সুখ-মধু
কালে, রহে আলিঙ্গিয়ে আম্র শাখা!" শুনি

সোহাগে গলিলা যুবা—ধরিয়া চীবুক
প্রেয়সীর, ইচ্ছিল চুম্বিতে মধুপুর্ণ
বদন পঙ্কজ সুকোমল। তা বুঝিয়া
সে চতুরা, ধরি হাত, কহিলা সত্বরে—
"শুন মম প্রাণনাথ, দাও হে বিদায়
এবে—কুলবালা হই আমি; থাকে যদি
দাসী মনে, নিশাকালে গুপ্ত দ্বারে দিবে
দরশন, মমালয়ে—পুরা'ব বাসনা।"
এতেক কহিয়া সুচারু বদনী, ধনী
সৌদামিনী, সুলোচন অক্ষয় তুণীর
হইতে, হানিয়া বিষ-ময়, তীক্ষ্ণ শর-
সম্মোহন, হেলিতে ছুলিতে, সিদ্ধ করি
কায, চলি গেলা ভুবনমোহিনী। হায়,
অন্ধকার হ'ল কুঞ্জবন; মন দুঃখে
দিননাথ আবরিলা মূর্ত্তি আপনার
অস্তাচল আড়ে; প্রকাশিল শুক্রদেব,
নিশাদেবী দূত, তুষিতে প্রতীচী দিকে,
কোমল কিরণে। সম্বিত পাইয়া যেন,
রাজার নন্দন বিচারিল মনে—"একি
স্বপন দেখিনু আমি? দাঁড়ায়ে কি নিদ্রা-
দেবী দিলা আলিঙ্গন, ছলিতে অধমে?—
পুষ্প তবে কে তুলিল এ স্থান হইতে?
কেন বা কৃপাণ মম ধূলায় লুণ্ঠিত,
নিষ্কাশিত? কোমল চরণ চিহ্ন কেন

এই স্থলে,—ঠিক্ আসিয়া গিয়াছে যেন ?
নহে এ স্বপন, ভ্রম ;—সত্য এ ঘটনা--
প্রভাবতী অনুপমা রূপে, বরিবেন
অধমে—এ ভাগ্যে কি সে সৌভাগ্য হবে রে
উদয় ? যাইব সঙ্কেত স্থানে যা ঘটে
কপালে।” এই রূপে নানা তর্ক করিছে
বিজয়, মঞ্জু নিকুঞ্জ মাঝে, মনে মনে ;
হেনকালে তথা দেখা দিলা আসি, সখা
অনুরাধ ! এক প্রাণ মন যার যুবরাজ
সহ, যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ, বা যথা,
অশ্বিনীকুমারদ্বয়। হেরি বন্ধুবরে
গভীর চিন্তা-সাগরে আছেন নিমগ্ন,
মৃদুস্বরে ভাষিল বয়স্য সম্মুখীন
হ'য়ে—“ একি ভাব সখে ! অসম্ভব এযে ;
কি জন্য নির্জনে ভাবিছ একাকি ? কেন
খড়্গা, বাস যার রিপু হৃদি মাঝে, কেন
আজি লোটে ধরাপরি, বিনা আবরণে
লজ্জিয়া দামিনী উদ্দীপ্ত ভাতিতে ? হায়,
কেন কেন বিরস বদন ? নিশ্বাস সঘনে
কেন বহিতেছে ? একি ! পঙ্কজ-লাঞ্ছন
গণ্ডস্থল-রাগ ক্ষণে ক্ষণে, প্রকাশিছে
কেন, লজ্জার নিশান ? বল সখে, সহে
না বিলম্ব আর। কি লাজ হে যুবরাজ,
খুলিতে মনের দ্বার, প্রাণের বান্ধবে ?

ভরে কি পবিত্র নদ সিন্ধু সংমিলনে ?
কহিলা কুমার সুকোমল কণ্ঠস্বরে
অতি ধীরে ধীরে—“বলিব কি সখে, নাহি
সরে বাক্য মম আর, দারুণ মন্মথ
পীড়নে ! আছে কি প্রিয় বয়স্য, এ ছার
নগরে, রমা-জিনি-রূপে রামা, ভার্গব
বণিজ সুতা, নাম প্রভাবতী ?—রে মন,
একি মতিচ্ছন্ন তোর ! সেই সুবদনী
সুধার আধার, রহে কি তাহায় কভু
গরল ভীষণ ? আপনি কহিলা দেবী,
মম প্রাণপ্রিয়া, অবিশ্বাস তুমি তাঁরে !”
এত বলি তুলি নিলা করে করবাল—
করাল মুরতি যার, নাশিতে সন্দিগ্ধ
মনে, নির্ব্বোধ কুমার। নিবারিয়ে মিত্র-
বরে প্রেম আলিঙ্গনে, কহিল সুহৃদ
সুমিষ্ট সুস্বরে—“উতলার কার্য্য নহে—
ধর ধৈর্য্য ধীর ; প্রভাবতী নিরূপমা
নারী এ জগতে, আছে সত্য এই স্থানে ;
এ পাপ নয়নে, হেরিয়াছি তাঁরে, পতি-
হীনা ধনী, রসসিন্ধে নবীন তরণী !
কহ সখে ! কেমনে হেরিলা তাঁরে, কিবা
কথা কহিলা কামিনী, যাহাতে উন্মত্ত
তব মন ? নৃপাত্মজ, ওহে কহ কৃপা
করি—বিস্তারিয়া !” করি এতেক শ্রবণ,

কহিলা ক্রমেতে, বৃত্তান্ত যতেক, বন্ধু-
বরে, যুবরাজ, লঙ্কার ভাবি রতন।
উত্তরিলা অনুরাধ বিষাদে ভাসিয়া—
কেমন ঘটনা এ যে নারিনু বুঝিতে!
কেন বা সে কুলবালা আসিবে এ জন-
শূন্য স্থানে, একাকিনী, চন্দ্র সূর্য্য তারা,
না পায় হেরিতে যাঁর বরণীয় রূপ?
কোন্ দেব, কোন্ ছলে, পাতি মায়াজাল
কি বিপদ, ঘটাইবে তাই ভাবি মনে।
বাল্যকালে যবে, এক দিন খেলিতেছি
আমরা দুজনে জনক আলয়ে; তথা
আসিল, জ্যোতিষে বীরেন্দ্র-আকৃতি সম,
এক অতি বৃদ্ধ দ্বিজ! নিশ্বাস ফেলিয়া
হাসিল ব্রাহ্মণ হেরিয়ে তোমারে; পিতা
মম চমকি, সেক্ষণে, যুড়ি কর, তাঁরে
পুছিলা বারতা, তত্ত্ব জানিতে বিশেষ।
চুপে চুপে মহাচার্য্য উত্তর করিলা,—
মহাবীর হইবে কুমার; বাহুবলে
ইনি জিনিবে বিস্তৃত রাজ্য; উড়াইবে
তদুপরে বঙ্গের পতাকা; ভুঞ্জিবে সে
সুখভোগ ইহাঁর অনুজাত্মজ আদি
বীরদর্পে সে বিজিত দেশে; কিন্তু
মণিহারা ফণি যথা, ইহাঁর জননী
ত্যজিবে আপন প্রাণ ইহাঁর সাক্ষাতে।”

" অবগত আছি আমি এ সব কাহিনী—
তাই নিষেধি তোমারে ভাই ; না জানি, কি
আছে বা কপালে। মম মন হইতেছে
দারুণ আকুল, শুনি এই ঐন্দ্রজাল-
সম আশ্চর্য্য ঘটনা আজি ; ইহা হ'তে
নিবৃত্ত কুমার, করি এ মিনতি।" এত
বলি চাহি মুখ পানে, সোদর সদৃশ
অনুরাধ রহিল আশ্বাসে. কৃষিদল
যথা, শুষ্ক প্রায় ক্ষেত্রে, হেরি ঘোর ঘন
ঘটা নীলাম্বর পথে, বা যথা. চাতক।
করিল উত্তর রোষে নৃপতি তনয়,—
" এই কি তোমার সখ্য-ধর্ম্ম, হে কপট
বান্ধব ! হেরিয়াছ তুমি তাঁরে কহিলে
আপনি ;—প্রেমে মুগ্ধ তুমি তাঁর ;—বাসনা
পূরাতে আপনার, চাহ বুঝি বঞ্চিতে
আমারে সে কারণ ? অথবা কে বিশ্বাসে
অলীক তোমার উপন্যাসে ?—যাও যথা
ইচ্ছা তব, না আসিও সম্মুখে আমার
আর"। শুনি বজ্রসম এ নিষ্ঠুর বাণী,
কহিলা বান্ধব বর ধর্ম্ম সাক্ষী করি ;—
"বাঞ্ছিলাম জলধর-দল সন্নিধানে
শীতল আসার, মম ভাগ্যে বরিষিল
সেই উত্তপ্ত অঙ্গার, শিলাবৃষ্টি ছলে !
জনমিয়া কভু যাহা না জানি স্বপনে,

দেখিনু শুনিনু সেই অদ্ভুত ব্যাপার
এইক্ষণে ; এ যে দেব মায়া বুঝিলাম
বিশেষ। জলধি অম্বু কেন বা হ্রাসিবে
পূর্ণ ইন্দু আকর্ষণে ? না উথলি প্রেম
সিন্ধু শুকা'ল সে নিধি, আমা সন্দর্শনে !
ধিক্ রে মদন তুই !—প্রতিজ্ঞা আমার
কিন্তু, শুন যুবরাজ ! লইলাম আজ
হ'তে বিদায় চরণে ; না হেরিব আর
ওই অমল কমল মুখ ; না শুনিব
মধুমাখা কথা আর ; না আসিব
স্নিগ্ধকরী সুরধুনী তটে, সুশীতল
সুখ বায়ু করিতে সেবন—বিষময়
যাহা তোমার বিরহে ! কিন্তু, যদি কোন
কালে—জানি অদূর নহেক সেই কাল—
নাশি কাম পাশে, হও হে কাতর তুমি
মম অদর্শনে ; পুনঃ সেবিব চরণ ;
নতুবা আমার এই দেখা ! বিধাতার
বরে তুমি থাক কুশলেতে"। এত বলি,
চলিলেন অনুরাধ সুবিজ্ঞ সুধীর :
মনের বিকারে কিছু না বলিল তায়,
মদন-বিহ্বল রাজসুত—মত্ত নিজ
প্রতিমার সন্দর্শন লাগি ! কোষাবদ্ধ
করি অসি অন্য দিকে চলিলা বিজয়।
ঘরে আসি সৌদামিনী কহিলা ডাকিয়া

বণিক দাসীরে—যত হয়েছে ঘটন।
পুনঃ হাতে ধরি তার, বিনয় বচনে
বলিলা বার-রমণী রাখিবারে খুলি
গুপ্তদ্বার ; যুবরাজে পরে দিতে দেখা
ছলে উত্তম ভূষণ পরি, প্রভাবতী
যেন দীপ হস্তে ধরি, প্রাসাদ হইতে!
অবশেষে বিদাইলা তারে, দিব্য বাস,
স্বর্ণ মুদ্রা আদি দানে। সন্তুষ্ট হইয়া
সাধিতে জঘন্য কার্য্য, চলিলা কিঙ্করী।
আইল যামিনী আবরিয়া নিজ দেহ
কৃষ্ণবর্ণ বাসে ; বায়স কোকিল আদি
কুলায়ে লুকা'ল ত্বরা, হেরিসে মুরতি,
তমোময়—পাছে বিনষ্টি সকলে, হরি
লয় তাহাদের কমনীয় রূপ! কোটি
কোটি মণি, পরিল কুন্তলে ধনী, আর
ছায়াপথ শিঁথী, মরি কিবা শোভা তার।
কিন্তু সতী প্রাণপতি বিরহে মলিনা ;—
লুকা'য়েছে চাঁদে আজ অমা-মায়াবিনী
সপত্নী রাক্ষসী। তাই দেবী অভিমানে
বুঝি, ঢাকিল বদন ?—দেব, দৈত্য গুরু,
আঁখিদ্বয়, ক্রমে দেখ হ'ল অদর্শন!
আঁধার, আঁধারময়, ঘোর অন্ধকার
আসি, ঢাকিল ধরায়। নিস্তব্ধ মানব-
বৃন্দ নিদ্রাদেবী কোলে ; লভিল বিশ্রাম

সুখ যত জীবকুল,—সচ্ছন্দে ; ক্ষুধার্ত্ত
নিশাচরগণ মাত্র. জাগে ভূমণ্ডলে
করিয়া গভীর রব—বৃদ্ধি যাহে শত
গুণে আঁধারের ভীষণতা ! হেন মনে
লয়, পৃথ্বী হইতেছে ক্ষয়—ঝিল্লীরবে !
এ হেন সময়ে পরিধানি পীত বাস,
দ্রুতপদে ধাইতেছে নবীন নাগর,
রাজপথে, যথা, গোপিকা বল্লভ বন-
মালী চন্দ্রাবলী লাগি, মোহিনী-মোহন
বেশে। ক্রমে উপনীত আসি মনোহর
সুরম্য উদ্যানে—মদন চালিত যুবা
মদনমোহন। পশিল ভিতরে তার ;
না হেরিল কোন পুষ্প ঘোর অন্ধকারে ;
না ঘ্রাণিল সুসৌরভ, নিন্দে পারিজাতে
যেই—মদন বিকারে ; নির্ম্মল সলিলা,
তারায় ভূষিতা সুপূর্ণা সরসী, নাহি
চাহিল তাহার পানে, কন্দর্প দর্পেতে !
অথবা প্রকৃতি সতী আবরিলা শোভা
আপনার. পাপাত্মা সম্মুখে ! কামুকের
সচ্ছন্দ কোথা ইহ ভূমণ্ডলে ? ভুঞ্জে যে
অশেষ যাতনা তারা, ক্ষণ সুখ লাগি !
দীপালোকে হেনকালে হেরিল নাগর
বর—নাশি অন্ধকারে, পূর্ণ শশি সম,
দাঁড়ায়ে প্রাসাদোপরে অনঙ্গমোহিনী

রণে ;—দেবী প্রভাবতী, (?) ধন্য রে মদন!
পাপিনী ভার্গব দাসী রতীরে নিন্দিলা!
চলিলা বিজয় লক্ষ্য করি সে কামিনী
বিক্ষেপিয়ে পদ অতি সাবধানে। ক্রমে,
ক্ষুদ্র দ্বার এক দেখি অবারিত ; তায়
প্রবেশিল সাহসে করিয়া ভর, শ্বাস
রুদ্ধ করি ; পরে সমুচ্চ সোপানশ্রেণী
আরোহিয়া ; আসিয়া প্রকোষ্ঠ সন্নিধানে,
থামিল কুমার, দ্বার রুদ্ধ হেরি।
মৃদুস্বরে ডাকিলা তখন—"খুলি দ্বার
বাঁচাও চকোরে আজ চারু চন্দ্রাননি
প্রণয়িনি!" "কেরে" বলি, উদ্ঘাটিল দ্বার
ঘোর রবে! অদৃশ্যা হইলা বারাঙ্গনা-
সখি, সৌদামিনী যথা, আহ্বানিয়া বজ্র-
নাদ! মহান্ধতামস আসি কুমারের
আচ্ছাদিলা আঁখিদ্বয় ; না জানে ভূপতি
পুত্র যাবেন কোথায়। সেইক্ষণে সহ
ভৃত্যদ্বয়, বাহিরিলা ভার্গব বণিক,
জ্বালিয়া দেউটী! হেরিয়া আলোক, দ্রুত
পদে বাহিয়া সোপানাবলি, অধোমুখে
ছুটিল কুমার ; ধাইলা পশ্চাতে তার
নিষ্কাশিয়া অসি, তিন জনে, সমবেগে :—
ছাড়া'য়ে উদ্যান, ক্রমে যবে উল্লঙ্ঘিল
অনুচ্চ প্রাচীর, খসিয়া পড়িল মণি,

প্রবালে খচিত, বিজয়ের শিরোস্ত্রাণ,
শশধর সম প্রভা যার। শিহরিলা
তথা বৈদেহক, হেরি সে মহার্ঘ ধনে ;
করাঘাত করি কপালেতে, ভূমি পরে
বসিয়া পড়িলা সুধীবর! স্তব্ধভাবে
চিন্তিল তখন— “একি সর্ব্বনাশ, হায়
ঘটিল আমার, এই নিষ্কলঙ্ক কুলে!
নহে চোর, রাজপুত্র এ যে ; প্রভাবতি,
এই কিরে ছিল তোর মনে, বিম্বাধার
পয়োমুখি! কেন রে কৃতান্ত কবলেতে
না হইলি কবলিত তুই, যবে সেই
গুণ-নিধি কান্ত তোর, রে ভাবি পাপিনি,
গেল ত্যজিয়া এ পাপ লোক? উহুঃ মরি
মরি! ওহে সিংহ বাহু, ধর্ম্ম অবতার—
কেমনে এ কুলাঙ্গার, তব ঔরসেতে,
জন্মিল দহিতে প্রজা প্রাণ? রাজরাণি,
ও মা একি কুসন্তান তব?—গো কর্ণিকে,
মধু প্রসূ তুমি, তবে কেন মা গরল!
অথবা ফলিল ফল মম ভাগ্য ফলে।”
এত ভাবি বিদাইয়া অনুচরগণে ;
বিচারিল মনে, সেই ক্ষণে নিবেদিতে
এসব বারতা, নৃপাল অগ্রেতে ; কিন্তু
নারিল উঠিতে, ঘূর্ণাজলে তরী, যথা
কেন্দ্রমগ্ন, পড়িল ভূমিতে পুনঃ, ঘোর

উদ্বেগের আঘূর্ণনে। মহাঝড় তাঁর
হৃদয় মাঝারে লাগিল বহিতে ; উষ্ণ
শোণিত প্রবাহ, মহোদধি ঊর্ম্মি সম,
উলঙ্ঘিয়া বেলা, বুঝি করে সর্ব্বনাশ !
এক বার ভাবিল অন্তরে—"কিবা কায
জানা'য়ে রাজনে ; কেন না কাটিনু, এই
অব্যর্থ অসি আঘাতে, সেই নরাধম
পাপের মস্তক,—ধিক্ মোরে"! এই ভাবি
মুক্ত খড়্গ ল'য়ে উঠিল সত্বরে, পিছু
ধাইতে যুবার ! পুনঃ হ'ল ভাব বিপর্য্যয়।
"হেন কর্ম্ম না করিব আমি," বিচারিল
মনে সদাগর—"অগ্রগণ্য দুহিতায়
দোষ ;—নির্লজ্জ সে পাতকিনী অনর্থের
মূল।—কিসে, কেমনে হেরিবে তারে মম
গৃহ-ব্যূহ মাঝে নরেন্দ্র তনয় ? কভু
নাহি যায় মধুকর না পেলে সৌরভ !
অতএব তার রক্তে জুড়াইব আজি
তাপিত এ প্রাণ"। পুনঃ স্মরি তার পিতৃ
ভক্তি, সত্য নিষ্ঠা আদি, যত সদাচারে,
ত্যজিল কৃপাণ ;—দেখ পড়িল ভূতলে !
হায় রে কেমনে, স্নেহময়ী সে মুরতি,
ক্ষীরের প্রতিমা, নাশিবে হে পিতা তাঁর ?—
পুনঃ বসিল ভার্গব, অনর্গল আঁখি-
দ্বার লাগিল বর্ষিতে, মুকুতা আকারে,

সুধাসম নিরুপম, অপত্য স্নেহেরে!
বুঝিয়া সময়, খুলিলা সুধা ভাণ্ডার
প্রকৃতি আপনি ;—ভাতিলা তারকা পুঞ্জ
স্নিগ্ধ-কর করে, শোভিয়া আঁধারে, যথা,
শ্রেষ্ঠ মণি চয়, খনি অভ্যন্তরে ; বঞ্চি
মধুকরে, চুপে চুপে গন্ধবহ, হরি
পরিমল, লাগিল চলিতে মলিম্লুচ
সম—শিহরিল ফুল-কুল নব প্রেমে
মাতি; সুগন্ধে পূরিল কুঞ্জবন ; মধু
পঞ্চস্বরে পিকবর কুজিল সত্বরে।
লইলেন নিদ্রাদেবী, সন্তাপ-হারিণী,
সদাগরে, কোলে আপনার ; মনোদ্বেগ
তাঁর, আহা মরি, শান্তিল অমনি ! আসি
ক্রমে মৃদু হাসি, সম চঞ্চলা চপলা,
মায়া প্রসবিনী স্বপ্ন দেবী বসিলেন
মহোল্লাসে নির্ব্বাপিতে ভার্গবের মন
হুতাশন, একেবারে—বাণীর আদেশে।
দেখিলেন সদাগর শঙ্কর মোহিনী,
আলো করি দিক্‌দশ, শিয়রে তাঁহার,
বসি কহিছে তাঁহারে—" হায় বাছা, নহ
আপন গৃহ বারতা, জ্ঞাত তুমি, তাই
বৃথা রোষ আত্মজা উপরে—শাপ ভ্রষ্টা
যিনি তব ঘরে ! মম প্রিয়াদাসী, স্বর্গ
বিদ্যাধরী, সতী রমণীকুল-রতন !

দুর্ভাগ্য নৃপনন্দন, রাজকুল কালী—
মন্মথের দাস ; সেই সাধিল এ বাদ,
মরিতে আপনি। হের সুখতারা, বামা
সুধাননী, উজলিছে পূর্ব্বদিক্ নাশি
যামিনীরে ; উষাদেবী অবিলম্বে উঠি,
খুলিবেন দ্বার, তরুণ অরুণ লাগি ;
ঐ দেখ, বিহঙ্গ কুল পাইয়া প্রভাত
আভাস, ডাকিতেছে হৃষ্টমনে, কমল
পতি, মরীচিমালীরে। উঠহ ত্যজিয়া
নিদ্রায়, বণিক বর ; চলহ সত্বরে
আপনি, ভূপাল ভবনে ; বল তাঁহারে
বিশেষ করি এ সব কাহিনী ; নিশ্চয়
সুশান্তি তুমি লভিবে বিচারে। দুহিতা
তব, নহে কলঙ্কিনী, জানিহ নিশ্চয়।"
চলি গেলা স্বপ্ন দেবী এতেক কহিয়া।
চমকিয়া সদাগর উঠিয়া বসিল
নিদ্রা ত্যজি ; সে মোহিনী রূপ, ক্ষনমাত্র
যেন, দেখিল নয়নে ; মধুর নূপুর
যেন, ধ্বনিল শ্রবণে—পাদ বিক্ষেপণে
তাঁর ; স্বর্গীয় সৌরভে পূরিলা নাশিকা
রন্ধ্র যেন, অকস্মাৎ !! আশ্চর্য্য মানিয়া
সাধু লাগিল চিন্তিতে, পড়িয়া সে পাশে,
দেব মায়া ছলে যাহা, করিলা বিস্তার।
ক্রমে দিনমণি দেব হইল প্রকাশ—

জনরবে হ'ল পূর্ণ অবনী মণ্ডল।
সে সময়, রাজ নিকেতনে, মণিময়
রজত আসনে বসি, দেব সিংহবাহু
সাধিছে, রাজ্যের কায, ধর্ম্মরাজ সম ;
স্বর্ণ ছত্র হাতে ছত্রধর, কিবা শোভা
তার—পুনঃ কি সুমিত্রা দুলাল, উর্ম্মিলা-
রমণ অবতীর্ণ ধরাধামে? রবির
লোহিত ছবি, মেরুশৃঙ্গ পরে শোভিতেছে
ভূতলে কি আজ? চারিদিকে সভাসদ
পাত্র মিত্র আদি, যথা যোগ্য স্থানে, বসি—
সুবর্ণ, মুকুতা যুক্ত দিব্য আবরণে।
বিবিধ বর্ণের স্তম্ভ প্রস্তরে গঠিত,
বিরাজিছে সারি সারি, বোধিকা উপরে
ধরি ভাস্কর্য্য সংযুক্ত দিব্য পাড় ;—ছাদ
সর্ব্বোপরে, গম্বুজ আকার, শোভাময়,
কত শত খোদিত রঞ্জিত বিভূষণে—
যথা, রে অক্ষয় বট তব শাখাচয়
বহুল মূলেতে রাখি ভার, আলো করে
নিজ নিজ পত্র পুষ্প ফলে, চতুর্দিক!
পতাকা ঝালর আদি উজ্জ্বল বরণে,
উড়িছে, ঝুলিছে কত, কতদিকে, পারে
কে বলিতে। রজত কাঞ্চন আর নানা
জাতি মণি, অনুপম ধরি প্রভা, মন ;
প্রাণ করে পুলকিত, উজ্জ্বল জ্বলনে—

হেন অনুমানি, যদি প্রভাকর পূর্ণ-
গ্রহণে, লুকা'ন আপন ছবি, ভাতিবে
এই সভা প্রভাময়, আপন কিরণে !
কত লোক কার্য্য লাগি আসিছে যাইছে,—
যথা, উদয়াস্ত তারা, হয় নৈশাকাশে,
প্রকাশিয়ে শোভা ক্ষণকাল ! কালসম
ভীষণ মুরতি, অসি, চর্ম্ম, শরাসন-
ধারী, প্রবল প্রহরীগণ, একভাবে
পাষাণ পুতলি প্রায়, আছে দাঁড়াইয়ে ;
কিন্তু, ক্ষণে উগ্রমূর্ত্তি, যম সহচর
যথা, সাধিতে আদেশ—প্রভুর ইঙ্গিতে !
এমন সুখ-সঙ্কট স্থানে হীন বেশে
আসি উপনীত বণিক-প্রবর, ম্লান-
মুখে, যথা, রাহুগ্রস্ত শশী পৌর্ণমাসী
নিশি অবসানে ! চমকিল সভাসদ
হেরিয়ে ভার্গবে সেই বেশে ; আর হেরি
বহুমূল্য বিজয়ের শিরস্ত্রাণ, হস্তে
তাঁর ! সতৃষ্ণ-নয়নে নৃপ নিরীক্ষণ
করি, তাঁরে জিজ্ঞাসিল কহিতে বক্তব্য
যাহা, অনতিবিলম্বে ; কি জানি কেমনে,
কি বিপদ ঘটা'য়েছে বিজয় কুমার।
শুনি সাধু, নমি-পদে, কহিতে লাগিলা,
যুড়ি কর ; অশ্রুধারে বক্ষস্থল তাঁর,
লাগিল ভাসিতে ; হ'তেছিল কণ্ঠরোধ

প্রতি ক্ষণে ক্ষণে। এই রূপে নিবেদিয়ে
নিশার ঘটনা, নিদর্শন সে উষ্ণীষ
রাখিল সম্মুখে। ক্রোধে কম্পমান নৃপ;
কহিলা অমাত্যবরে ডাকিয়া তখন—
"কহ পাত্র কি কর্ত্তব্য এক্ষণে ইহার,
পুনশ্চ দুষ্কার্য্য করে পুত্র কুলাঙ্গার;
নাহি জানি আমি কি করিব। ক্রোধ রিপু
প্রভঞ্জন সম, উত্তাল তরঙ্গচয়
তুলিতেছে, হৃদয় সাগরে মম; মনঃ,
উন্মত্ত মাতঙ্গ যথা, হ'তেছে অস্থির!
কোথা সেই পাপমতি, নরাধম পুত্র
মম! এই দণ্ডে তার কাটহ মস্তক—
কান্দুক জননী তার! নহে দ্বীপান্তরে
তারে করহ প্রেরণ—থাকিবে আমার
প্রজা নির্ব্বিঘ্নে সকলে! অরাজক, কেহ
যেন নাহি কহে, স্বর্গতুল্য পুণ্যক্ষেত্র
এই বঙ্গদেশে! কোথা রাজধর্ম্ম আর
প্রজাচিত্ত না রঞ্জিল যথা? ধিক্ মোরে!"
এত বলি নীরবিলা গুণসিন্ধু রাজা
সিংহবাহু—সিংহের প্রভাব একেবারে
উজলিল মুখ তাঁর; ঘূর্ণিত-লোহিত
আঁখিদ্বয়ে বাহিরিছে অগ্নিকণা যেন!
বিকট চঞ্চল ভাব ভীষণ দর্শন—
যথা, যবে রুদ্র দেব দহিতে কন্দর্পে,

সদর্পে তাঁহার পানে চাহিলা ধূর্জ্জটী,
প্রকাশিয়ে অগ্নিশিখা লোমহরষণ !
কহিলা সচিব, করযোড়ে—"অবধান
নরেশ্বর দীন এ দাসের নিবেদনে,
পরিহরি রোষ রায়, ক্ষমহ কুমারে
এই বার, অনুতাপচিত্তে যদি তিনি
শুধরেন নিজে, এর পর। ক্ষমার
সমান গুণ নাহি ত্রিভুবনে—সুবুদ্ধি
বণিক-কুল-ধ্বজ, অবিদিত নাহিক
তাঁহার, এই পরম ধরম। আত্মজ
আপনার—একারণে নাহি বলি আমি
ক্ষমিতে তাহারে—বলি ক্ষমা ধর্ম্মগুণে।"
"যা কহিলে মন্ত্রীবর. মিথ্যা তাহা নয়,
কিন্তু রাজধর্ম্ম দণ্ডিতে দোষিরে। তবে,
অভিযোক্তা যদি দয়া-পরবশে, নিজে
ক্ষমেন তাহারে, তুষ্ট মনে, তবে সাধ্য
মম, অন্যথা অধর্ম্ম হেতু ক্ষমিতে না
পারি।" দেখি ভূপতিরে দৃঢ় ধর্ম্মব্রত,
মনে মনে তাঁরে বাখানিল বৈদেহক—
ধন্য মনুষ্য প্রকৃতি, কান্না হাসি এত
আর নাহিক ভুবনে—ভুলিয়া কুমার-
কৃত গুরু অপরাধ! যথা ভীমাকৃতি
যোধ, উলঙ্গিয়ে খর তরবার, যবে
নাশিবে শত্রুরে—বৈরী প্রণয়িনী বিধু-

মুখী, আসি পতি প্রাণ-লাগি, তার মাঝে
তারস্বরে করেন ক্রন্দন, কে পাষণ্ড
আছে হেন, বধিবে তাহারে, এ জগতে ?
উত্তরিলা পণ্যজীব, শত ধন্যবাদি
ধর্ম্মরাজে—“ ক্ষমিনু কুমারে আমি ; তব
যশঃ-জ্যোতি আলোকিল, আজি এ সংসার ;-
দেহ হে অভয় দান যাই নিকেতনে ;
পুনঃ যেন যুবরাজ না যায় এ কাজে। ”
আশ্বাসিতে ভার্গবেরে চাহি মন্ত্রী প্রতি
কহিলা ভূপতি তবে—“সত্বরে কুমারে,
সুনীতি বুঝা'য়ে তুমি করহ শাসন ;
পরে যদি পুনঃ কভু আচরে এ হেন
ঘৃণিত আচরণ, নিশ্চয় সে ভুঞ্জিবে
তবে, মম ক্রোধানল-উদ্দীপন-ফল। ”
এত শুনি সদাগর করিল গমন,
আনন্দ অন্তরে ; সভা ভাঙ্গি নররাজ
প্রয়াণ করিলা অতি ব্যথিত হৃদয়ে।
সেই দিন নিশাকালে নরেন্দ্র নন্দন
আহ্বানি সকল মিত্রগণে, বসিলেন
করিতে মন্ত্রণা সেই নির্ম্মল সলিলা
গঙ্গা নদীকূলে, ঘোর গহন কাননে।
সপ্ত শত বীরবৃন্দ বসিয়া কাতারে—
ঘোর অন্ধকারে, না পারে চিনিতে কেহ
কারে ; তরুচয় আবরিছে নীলাম্বর-

সমুদ্ভূত নক্ষত্র পুঞ্জের স্বপ্পালোক !
ভীষণ সে স্থান ! যথা, প্রেতপুরী মহা
ভয়ঙ্করী, আলোক বিহীনা, দিবানিশি
আবৃতা আঁধারে—তাহে ছায়াকার ভীম
প্রেত দল ! সম্বোধিয়া সবাকারে রাজ-
পুত্র কহিলা তখন—" শুন বন্ধুগণ ;
জনমের মত আমি যাচি হে বিদায়
তোমা সবা আগে ! ভ্রাতৃভাবে এতকাল
কাটাইনু কত সুখে—এবে বিধি মম
প্রতিকূল। শুনেছ সকলে কথা যত
আজি কার ; মন্ত্রীবর নৃপেন্দ্র আদেশে
কহিলেন অভিসন্ধি মোরে ত্যজিবারে,
অথবা পাইব আমি, শাস্তি সমুচিত
পিতার নিকটে, ভয়ঙ্কর ! হা বিধাতঃ
এই কিহে বিবেচনা তব ! কুমারীর
ঘটা'য়ে বৈধব্য, না দেহ বরিতে পুনঃ—
ধিক্ এ বিধিতে ! যুগ শাস্ত্রে আছে বিধি,
তবে বিধে, কেন এ অবিধি ? ত্যজি লাজ,
প্রকাশিয়ে কহিনু সকল, মন্ত্রীবরে ;
চাহিনু পত্নীত্বে তাঁরে করিতে বরণ ;—
হাসিয়া দিল উড়ায়ে, ঘোর বাত্যা যথা,
মম আশা-মেঘ ! অতএব বল সবে
উপায় কি আর। প্রতিজ্ঞা আমার এই—
লভিব সে রত্ন কিবা ত্যজিব জীবন—

বিজয় বিহীন হবে এই লাল দেশ!”
কহিলেন উরুবেল নামে মিত্র—“একি
কথা বল, ওহে কুমার-কেশরি! এক
প্রাণ মোরা সবে, আছে যা কপালে, তাহা
ঘটিবে সবার—ঘোর রবে প্রভঞ্জন
দ্বন্দ্বে যবে, মহীরুহ সহ, সম উচ্চ-
দ্রুম যত এক জাতি, উন্নত মস্তকে
বিরাজে সদর্পে; নহে ভগ্ন শিরে করে
ধরায় শয়ন; উদ্ধারিব তব কার্য্য
সকলে মিলিয়া, নতুবা এ সপ্তশত
প্রাণ করাল কালের কোলে, এককালে
লভিবে বিশ্রাম! জানিহ নিশ্চয় সবে!”
ইহা শুনি উরুবেলে দিলা সাধুবাদ,
সবে মিলি; উঠিল আনন্দরোল, সেই
গভীর নিস্তব্ধ বনে,—গর্জ্জিল মৃগেন্দ্র
যথা, গিরি গুহা মাঝে! কাঁপিল অন্তরে
মন্ত্রি-নিয়োজিত চর, অলক্ষিতে থাকি!
তারপর বান্ধব বিজিত নিবেদিলা—
“বিলম্বে বলহ কিবা প্রয়োজন; চল
আজি, সাজি ভীল সাজ আক্রমি ভার্গব-
গৃহ, কুমার-প্রাণের-নিধি সে যুবতী
লইব বাহিরি, যথা, দেবদল মথি
পয়োনিধি, কোমল কমলাদেবী! আর
কতগুলি মোরা থাকি নিজবেশে, যা’ব

মহা কোলাহলে, রোধিতে আক্রমী দলে,—
ছলে;—এ কৌশলে রক্ষীগণে, প্রতারিব
অনায়াসে, “না মারি ভুজঙ্গে আর নাহি
ভাঙ্গি লাঠী!” কহ সবে মন্ত্রণা কেমন?
“বেস বেস,, বলি সবে প্রশংসিল তারে;
মাহানন্দে আলিঙ্গন দিলেন বিজয়।
অবশেষে গেলা চলি, সেই সাত শত
কুমার-বান্ধব দুই দলে—ভিন্ন পথে।
দ্রুতপদে গেল দূত বিস্ময় মানিয়া;—
অনতিবিলম্বে আসি অমাত্য-আগারে,
কহিলা সচিববরে যতেক মন্ত্রণা।
সেই ক্ষণে হ'ত যদি অশনি পতন
গৃহমাঝে, অধিক আশ্চর্য্য মন্ত্রীবর
না হ'ত কখন! হায় জড়বৎ কিছু
ক্ষণ রহিলা দাঁড়ায়ে! জ্ঞানালোক তাঁর—
তড়িত যেমতি, চমকিয়া বিনাশিল
মনের আঁধার;—বেগে চলিলেন ধীর
ভেটিতে রাজেন্দ্রে! মুহূর্ত্তে আসিয়া বার্ত্তা
দিয়া নৃপবরে, কি কর্ত্তব্য জানিবারে
রহিল দাঁড়া'য়ে, যোড়করে। অহিবর
যথা, পাইলে আঘাত ধরি ফণা, উঠে
গরজিয়ে, কিংবা যথা কেশরী, উন্মত্ত
মাতঙ্গে হেরিয়া,—উঠি বসিল ভূপাল
ছাড়ি হুহুঙ্কার;—সেই শয়ন আগার

কাঁপিল ,সহ রজত খট্টাঙ্গ ; কাঁপিল
রমণীকুল-আদর্শ. পাটেশ্বরী রাণী
সিংহ শ্রীবল্লী, পতি পার্শ্বে থাকি। সক্রোধে
চাহিল নৃপবর—জ্বলন্ত পাবক সম,
নেত্রদ্বয় ঘূরিল সঘনে—দহিবারে
পতঙ্গের দল প্রায়, দুশ্চরিত্র দলে !
ঘোর নীরদ নিঃস্বনে, চাহি মন্ত্রী প্রতি,
কহিলা রাজেন্দ্র—“এখন দাঁড়ায়ে কেন
পাত্রবর, মম অপেক্ষায় ! সৈন্যদলে
সাজা'য়ে এখনি, বন্দী করি সবে লহ
কারাগারে ; অরুণ উদয়ে বধ্যভূমি
কল্য, প্লাবিবে সবার রক্ত স্রোতে ? একে
একে সকলে ভুঞ্জিবে এই দুষ্কর্ম্মের
ফল ;—প্রথমে বিজয়, কুলাঙ্গার
পুত্র মম, ঘাতকের হস্তে, মৃত্যুদণ্ডে
হইবে দণ্ডিত ! যাও ত্বরা করি, ওহে
সচিব কুলের শ্রেষ্ঠ, বিলম্বে কি ফল !
সময়ে নাহি যাইলে ঘটিবে প্রমাদ।,,
শিহরি আতঙ্কে, ছিন্নমূল তরু যথা,
হারাইয়ে জ্ঞান, পড়িল ভূপৃষ্ঠে, রাজ্ঞী
বিজয়-জননী ; শশব্যস্তে বৃদ্ধ মন্ত্রী
করিলা সুশ্রূষা তাঁর। চৈতন্য পাইয়ে,
বক্ষোভেদী করুণ ক্রন্দন সহ, ধরি
স্বামীর পদযুগল, কহিলা বিনয়ে—

অর্দ্ধস্ফুট বোলে—"একি নিদারুণ নাথ,
তবাদেশ! কে কোথা শুনেছে, আপনার
ঔরসজাত পুত্রেরে করিতে হনন?
হিংস্র শ্বাপদগণ, হেন কাজ, না পারে
করিতে কভু; হৃদি তব অতি কঠিন-
পাষাণে নির্ম্মিত প্রাণেশ্বর! যদি চাহ
বধিতে আত্মজে, আগে বধ অভাগিনী
এই তার পাপিষ্ঠা মায়েরে, গলগ্রহ
তব, এ দাসীরে! হায়, কেনরে বিজয়
তুই সাধিলি এ বাদ, বধিতে আমায়?
কেনবা নিলি জনম এ পোড়া গর্ভেতে?
রাজা হ'য়ে কোথা বাছা, বসিবি বঙ্গের
সিংহাসনে, না এ কাল নিশা অন্তে, পিতা
তোর, হায়, কাটি মাথা ধরাশায়ী করি
তোরে কলুষিবে এ পবিত্র ভূমি! মরি,
হে ধরণীপতে, দেহ ভিক্ষা মোরে আজি,
মম প্রাণ-বিজয়ের প্রাণ! পত্নী হত্যা
পুত্রহত্যা কর'নাহে নৃপমণি! আরো
নাথ, কি ধর্ম্ম লভিবে তুমি, শূন্য কোল
করি, শত শত অভাগীর—আমা সমা?
ক্ষম নাথ, ধরি পায়, বিজয় সহিত
যুবক সকলে, নহে লহ এই প্রাণ।,,

এত বলি মহারাণী পতির চরণ-
পরে হইলা মুর্চ্ছিতা, নিরাশ্রিতা স্বর্ণ-

লতা, মরি তরুমূলে যেন লুটাইল !
সসম্ভ্রমে পাত্রবর যুড়ি দুই হাত,
নিবেদিলা—"একি মহারাজ, ক্ষম মোরে,
হেন কার্য্য উচিত না হয়, আপনার—
অঙ্কলক্ষ্মী তব মৃতাপ্রায়,—বধদণ্ডে
ত্যজিবে জীবন সুনিশ্চিত ; অতএব
অন্যদণ্ডে, দণ্ডিয়া যুবকদলে, রক্ষ
হে রাজেন্দ্র-কুলপতি, দুই দিক্।,, এত
কহি, তুলি রাজমহিষীরে, পুনঃ যোড়-
করে রহিলা চাহিয়া নরপতি পানে,
উর্দ্ধমুখে, বারি আশে চাতক যেমতি।
কহিলা সম্রাট—"শুনহে অমাত্য, কোন্
মুখে আমি ক্ষমিব বিজয়ে ! সভাস্থলে
আজি, সাক্ষাতে সবার, করিলাম সত্য,
সমুচিত শাস্তি দান করিতে কুমারে—
না হ'তে প্রভাত নিশা, পামর অঙ্গজ
মম, রাজদ্রোহী সম, দল বাঁধি চাহে
সাধিতে জঘন্য কাজ,—কি শাস্তি তাহার
বিনা প্রাণদণ্ড ? ত্রেতাযুগে, জ্ঞান মন্ত্রী-
বর রাজা দশরথ, সর্ব্বগুণ-ধর
রাম কমললোচনে, পাঠাইলা বনে,
সত্য (ছার স্ত্রীরঞ্জন) লাগি ! দেখ তাঁর
আবাল বৃদ্ধ বনিতা ঘোষে যশঃ ! বল
কেমনে, অবাধ্য লম্পট পাষণ্ডে, করি

পদাঘাত রাজধর্ম্মে, লঘু দণ্ড দিব
আমি ? অপযশ রটিবে ভুবনে—ইহ
পরকাল মম ডুবিবে তখনি ! সাধ্বী
কৌশল্যারে স্মরি, নিবাহ হৃদি আগুন
মহিষি আমার। বধ দণ্ড ক্ষমিলাম
আজি, তোমার কারণে সবাকার ;—যত
অনর্থের মূল নারী ভূমণ্ডলে ! কিন্তু
মন্ত্রি, সূর্য্যাস্ত হইলে কল্য, নাহি যেন
রহে কেহ, এই নগরীতে, পত্নী-পুত্র-
সহ—অন্যথা মরণ ; নির্ব্বাসন কর
সবে দ্বীপ দ্বীপান্তরে। আজি হ'তে মম
পবিত্র-কুল-কলঙ্কে করিনু বর্জ্জন !
যাও মিত্র ত্বরা করি সেনাগণ সহ,
রক্ষহ ভার্গব-গৃহ ; কর বন্দী সব
দুরাত্মারে। বর্জ্জন করিনু পুত্রে শুন
দেবগণ—না হেরিব কভু সে পাপিষ্ঠে
আর ! ধর্ম্মে চাহি ক্ষমহ প্রিয়ে আমায় !"
তারপর নীরবিলা নরেন্দ্র সিংহল,—
চলিলা সচিব-শ্রেষ্ঠ প্রভুর আদেশ
সাধিবারে, বাঁধি পাষাণে হৃদয় ; "বাছা—
রে বিজয়" বলি কান্দিতে লাগিলা রাণী
দ্রবিয়া, অতি কঠিন শিলা সম হৃদি।

ইতি সিংহল বিজয়ে কাব্যে বর্জ্জনো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয় সর্গ।

পর দিন, মধ্যাকাশে মার্ত্তণ্ড মুরতি,—
কিবা ভয়ঙ্কর-অনল-সমান কর
করিছে বর্ষণ ; নিস্তব্ধ প্রকৃতি সতী ;
স্পন্দহীন মহীরুহচয়, গতিহীন
হেরি প্রভঞ্জনে ; স্ফাটিক ক্ষেত্র-সদৃশ
শান্ত স্বচ্ছ ভাব ধরে ভাগীরথী—যেন
মৃতা প্রায় ! সুনীল গগন সহ খর-
রবি ছবি, ভাসিতেছে—যথা. স্বর্ণলঙ্কা
রামদাস হনুর দাহনে, সিন্ধু মাঝে !
দেখি আজি, এহেন সময়ে সুরধুনী
হৃদি মাঝে শৈল সম, বিরাজে অর্ণব-
যানত্রয় (১) নামায়ে পতাকা—ঝুলিতেছে

(১) বরনুফ (Burnouf) অনুমান করেন যে, গোদাবরীর সিন্ধু-সংগম হইতে বিজয় যাত্রা করিয়াছিলেন ; অদ্যাবধি উক্ত স্থান "বন্দর মহালঙ্কা" বলিয়া বিখ্যাত।
(See Note-Tennent's Cylon Part III. Chap. II.pp. 330)

কিন্তু মহাবংশে লিখিত আছে রাজা সিংহবাহু লাল প্রদেশ (বঙ্গ ও বেহারের মধ্যস্থিত) হইতে বিজয়, প্রভৃতিকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। (Tournors Mahavansa Chap. VI. pp. 49) অপিচ, এই পুস্তকের ইন্‌ডেক্সে লিখিত আছে যে, লালের রাজধানী সিংহপুর হইতে বিজয় সিন্ধুযাত্রা করেন। যাহা হউক, আমার মতে শেষোক্ত স্থানটী উপযুক্ত বোধ হওয়ায় আমি বিজয়কে গঙ্গার উপর দিয়া লঙ্কায় লইয়া চলিলাম।

পালি লম্ব ভাবে ; আহা ! হৃদয়ে তাদের,
কাতারে কাতারে কত যুবক যুবতী,
আর শিশুগণ রহে ম্লানমুখে ; কিন্তু
আছে, কি আশ্চর্য্য, দৃষ্টি সবাকার
তট অভিমুখে, যেন কোন অঘটন
ঘটিবেরে আজি—এই জাহ্নবী-পুলিনে।
এ হেন সময়ে তথা আসি উতরিলা,
মনোরথ-গতি রথ—এবে মৃদুমন্দ
ভাবে—বুঝি, বিজয়ের বিচ্ছেদ ভাবিয়ে ;—
এ জনমে আর দেখা না পাইবে তার !
নামিল সচিবশ্রেষ্ঠ, ভাসাইয়া বক্ষঃ-
স্থল নয়ন-আসারে ; তড়িত যেমতি,
সত্বরে পশ্চাৎ তবে নামিল বিজয়—
গম্ভীর মুরতি, দগ্ধ যেন অনুতাপে—
চাহিল তটিনী পানে—দেখিলা সকল
সখাগণ, এক পোতে, সলজ্জ-বদনে ;
দ্বিতীয়েতে, শত শত শতদল সম,
আলো করি স্থান—বান্ধব-গৃহিণী যত,
বসি অধোমুখে ; তৃতীয়েতে, আহা, মরি !
যেন প্রভাত-শিশির-বিন্দু সহ, ফুটি
অসংখ্য গোলাপ র'য়েছে উদ্যানে, যত
শিশুগণ, হায়, সুকোমল, সুপ্রকৃতি !
নৃপাত্মজ, তোমার কারণে কুলবালা
যত, আর শিশু শান্তমতি, ডুবিতেছে

অকূলে, হে বীরবর, দুঃখে ভাসে করি!
ধন্য পিতা তব—নিজ পুত্রে নরপাল
বর্জ্জিলা অনা'সে! কিন্তু, কি দোষে দূষিত
হ'ল, অবলা সরলা যত, আর শিশু-
চয়? অথবা বিধির লিপি খণ্ডাইবে
কেবা। দেখি এ সবারে, অন্তরে কাঁদিল
কুমার, অন্তর বিকারে। বর্ষিল অশ্রু
মন্ত্রী, বুঝিয়া অন্তরে, কুমারের ভাব।
দেখিতে দেখিতে—চমকিয়া দিক দশ
চক্রের নির্ঘোষে; উড়াইয়া ধূলিপুঞ্জ
গগনের মাঝে, আসি উপস্থিত রথ,
পবনের বেগে—ভগ্নধ্বজ, ছিন্ন কেতু,
অশ্ব বল্‌গাহীন, রজোরাশি-পরিবৃত
ভীষণদর্শন!—যথা ঘনঘটা হ'তে
বাহিরে দামিনী, সহ বজ্রনাদ—রাজ্ঞী,
বিদ্যুত-বরণী, মহা-দ্রুতপদে, রথ
হ'তে বাহিরিলা "হা কোথা বিজয়" বলি,
বিজয়-জননী! চমকিল সবে তাহে,
কাঁপিল সবার চিত্ত, সেই বজ্রসম
বক্ষোভেদী রবে; গণিয়া প্রমাদ মন্ত্রী,
কাষ্ঠের পুতলী প্রায় রহিলা দাঁড়া'য়ে।
সুমিত্র বিজয়ানুজ নামিলা তখনি।
কহিতে লাগিলা সতী—"বাছা অঞ্চলের
নিধি! কোথা যাবি বাপ, আমায় ডুবায়ে

পাথারে—এ অভাগিনী দুঃখিনী মায়েরে ?
কি কাজ এ ছার রাজ্যে তোরে হারাইয়ে ;
প্রাণের পুতলী মোরে লহ সাথে করি !—
কেন ওহে প্রভাকর মধ্যাহ্ন সময়
হেরি যে আঁধার ময়, তোমা বিদ্যমানে ?
একি খসিল নয়ন-তারা মম, অন্ধ
কি হইনু আমি ?--বিজয়, বিজয়, কোথা
প্রাণের বিজয়, আয় বাছা আয় কোলে
করি ;—মা বলিয়ে চাঁদ, জুড়ারে জীবন ” !—
এত বলি মহারাণী করিলা কুমারে
কোলে—কিন্তু, উদ্বেগ-জনিত কষ্টে, হায়,
ক্ষীণা স্নেহময়ী—না পারি সহিতে ভার,
ছিন্নমূল দ্রুমসম, পড়িলা ভূপৃষ্ঠে,
সংজ্ঞা হারাইয়া ! পলকে উঠিয়া বীর-
সিংহবাহু-সুত, ধরি জননী-মস্তক
ক্রোড়ে “ মা, মা,” বলি লাগিল ডাকিতে, মরি !
অতি দীনস্বরে। হায় রে, এ বাক্যামৃত
মৃত-সঞ্জীবনী ! “ মা ” বলিয়ে সুধাস্রোতে
ভাসে জগজ্জন ; শুনিলে জননী হৃদি
প্লাবয়ে পীযুষে ;—নাহি রহে দুঃখ লেশ
জগতে সে ক্ষণে ! শুনিয়াছি কানে—কভু
না এ পাপ মুখে, ঝরিয়াছে সে নির্জর-
সদৃশ, মধুমাখা বুলি। নাজানি কোন্
অপরাধে, প্রসবিয়া নৃশংস রাক্ষসে

মা আমার, দিব্যধামে গেলা চলি। কেন
রে রসনা না ডাকিলি "মা, মা," বলে সেই
কালে? তবে কি কৃতান্ত নির্দয় পারিত
লইতে তাঁরে? অবশ্য ফিরিতেন মাতা
"মা" বাক্য শুনিয়া!—তাই বলি, "শুনিয়াছি
কানে"—কিন্তু দেখিনু প্রত্যক্ষ, কুহকিনী
কল্পনা সুন্দরি, এবে তবে বলে! যেই
"মা" বলিয়া কান্দিলেন যুগল তনয়—
অমনি শ্রীবল্লী রাণী, মেলিলা নয়ন,
ছিন্নবল্লী সম যিনি ছিল ধরাপরে
মৃতা প্রায়—অতি নিদারুণ পুত্র হেতু
শোকে। আনন্দে বিজয়, জীবিতা মায়েরে
হেরি. প্রেমাশ্রু আসারে ভিজাইল, আহা,
জননী-পঙ্কজ-মুখ! উন্মীলি নয়ন—
"বিজয়" বলিয়া পুনঃ করি সম্বোধন,
কহিতে লাগিলা দেবী মৃদু মধুস্বরে—
"আসন্ন সময় মম, নতুবা যাইত
অভাগিনী, কাঙ্গালিনী বেশে, তোর সহ;
তবু বাছা সিন্ধু পারে দিব না যাইতে
আমি;—শেলসম মম মৃত্যু, বিন্ধিবে রে
যবে, তোর পিতার পাষাণ প্রাণে—সত্য
বলি, তোর ও মুখেন্দু-সুধা, জুড়াইবে
সেই অনুতাপ-সন্তপ্ত হৃদয়! তবে
কেন বাপ হ'বি দেশান্তর? মাতৃবাক্য

রাখি, রাজ্যেশ্বর হ'য়ে, ব'স সিংহাসনে ;
সুমিত্র ভাই তোমার, সুমিত্রানন্দন
সম, হবে ছত্রধর ! আয় রে সুমিত্র
আয়, হেরি তোর সুসম্পূর্ণ-নিষ্কলঙ্ক-
শশধর সম মুখ, ব'স্ রে অগ্রজ—
কোলে তুই—যুগল কিশোর আমি করি
দরশন।" বসিল বিজয় পার্শ্বে, ধীর
সুমিত্র সিংহল, ব্যথিত হৃদয়ে, ভাবি
জননীর মৃত্যু সন্নিকট। কে বলে রে
কৌশল্যা, অযোধ্যা পাটরাণী, পুত্র-
বৎসলা অতি ? দেখুক সে আসি, পাপ-
কর্ম্মাচারী-পুত্র লাগি, ত্যজিছে জীবন
মহিষী শ্রীবল্লী, অবহেলে ! সুনির্ম্মল
রাম-রবি রঘুকুলমণি, নির্ব্বাসিত
যবে বিনা অপরাধে, বিমাতার দ্বেষে,
কৌশল্যা কি পুত্র ছাড়ি না ছিলা জীবিতা ?
কহিলা বিজয় নিবারিয়ে অশ্রুবারি—
"কেন গো জননি আর, কহ রহিবারে,
রাজধর্ম্ম পালিয়াছে পিতা—পাপাচারী
আমি—অযোগ্য এ দণ্ড নহে কোন মতে ;
আশীর্ব্বাদ কর মা গো, তোমার প্রসাদে
যেন ক্ষমেন বিধাতা—দশরথাত্মজ
ধীর, ধর্ম্ম অবতার, কমল-লোচন
রাম, বিষাদ না গণি, পালিলা কঠোর

পিত্রাদেশ, চমকি জগতে। অত্যাচার
হেতু, নির্ব্বাসিত আমি রাজবিধি মতে ;—
কেমনে কহ জননি দণ্ডবিধি মাথে
করি পদাঘাত, প্রভাকর সম জ্যোতিঃ,
মম পিতার গৌরব ছবি, গ্রাসি তাহা
আমি দৈত্যরূপে ? প্রজাপুঞ্জ কি ভাবিবে
মনে ? নহিবে দেবতা পরিতুষ্ট তায়।
অতএব মাতঃ ! কর আশীর্ব্বাদ, দেব-
কৃপাবলে যেন, বিমল চরিত্রে, লাভ-
করি জনকপ্রসাদ—স্বল্পকালে। ভাই,
স্নেহপূর্ণ নির্ম্মল-পবিত্র-সুধাসম
সুমিত্র সুধীর বীর, তুষিবে সকলে ;—
বিদায় দেহ আমারে যাইব সত্বরে"।
"কি বলিলি", কহিলা মহিষী, "ও নিষ্ঠুর
যাইবি নিশ্চয় দেশত্যাগী হ'য়ে ?—ওরে
সোণার বিজয় মম, আয় তবে তোর
চাঁদ মুখ, হেরি আমি জনমের মত !"
এত কহি—"বিজয়, বিজয়, রে সুমিত্র
বিজয় ! সর্ব্বাগ্রে এই, যাই দেখ্ আমি"—
বলিতে বলিতে চাহিয়া যুগল পুত্র-
পানে, ত্যজিল জীবন, মনোদুঃখে, তবে
পুত্রবৎসলা, সতী শ্রীবল্লী তখনি।
"কি হ'লো কি হ'লো" রবে কাঁদিলা বিজয় ;
" ওমা, মা" বলি সুমিত্র লুটা'ল ধরণী ;

মন্ত্রীবর করাঘাত করিয়া কপালে
কান্দিতে কান্দিতে করে, দুজনে সান্ত্বনা ৷৷
কতক্ষণে কহিলা বিজয়—" কি কুক্ষণে
পামর কন্দর্প, বন্দী করিলা আমারে—
যে কারণে নির্ব্বাসিত আমি আজি; নহি
দুঃখী তায়—কিন্তু, একে পাতকের ভরে
টল মল করিছে মস্তক মম—পুনঃ
একি সর্ব্বনাশ—আমার কারণে মাতা
স্নেহময়ী, জীবন ত্যজিলা—মাতৃহত্যা-
পাপ স্পর্শিল আমায়—নাহি ত্রাণ কভু
এইবারে—প্রায়শ্চিত্ত নাহিক ইহার।
হে দেব জগতাধার, শাস্তি সমুচিত
দেহ এ পাপীরে—অনুতাপে দগ্ধ হৃদি
হ'ক অনুক্ষণ! হায় গো জননি, তুমি
ত্যজিলে এ লোক আমা লাগি'; ক্ষণকাল
না রহিব আর এই নিদারুণ স্থানে!
যাও ভাই প্রাণের সুমিত্র, যথা পিতা,
ব'ল তাঁরে জানা'য়ে প্রণাম মম; করি
শিরোধার্য্য আমি, আদেশ তাঁহার, মহা-
তরঙ্গ-সঙ্কুল-সাগরে, ভাসিনু সহ
বন্ধুগণ—মনের হরিষে—স্মরি নিজ
নিজ কর্ম্মফল;—কিন্তু প্রাণামার যায়
বাহিরিয়ে, সুধাধার দয়াময়ী মার
তরে; এ দুঃখ যাবে না মলে! স্নেহভরে

এস ভাই আলিঙ্গন ক'রে একবার,
জুড়াই তাপিত প্রাণ; এস মন্ত্রীবর,
অপরাধ ক্ষমি, দাও হে বিদায় মোরে—
অসহ্য এ দৃশ্য আর নারি সহিবারে।"
এত বলি প্রণমিয়া পাত্র মহাশয়ে
সস্নেহে চুম্বিলা বীর সুমিত্র অধর ;—
অবশেষে জননীর চরণ দুখানি
রাখিয়া হৃদয়ে, নয়ন আসারে সিক্ত
করিল তাহায়—শোভিল রে কোকনদ
প্রভাত শিশিরে !—ক্ষণ পরে ক্ষিপ্ত প্রায়
উঠিয়া সত্বরে, সবেগে চড়িলা গিয়া
পোতের উপর ! হাহাকার শব্দ করি
কাঁদিলা সকলে। "ওহে কর্ণধার
ছাড় তরী বিলম্ব না সয়',—বলি উচ্চ-
রবে ডাকিল কুমার—দেখিতে দেখিতে
তিন পোত ধীরে ধীরে চলিলা তখন !
হেন কালে "রহ রহ" বলি আচম্বিতে
হইল নিনাদ ;—ক্ষণপরে অনুরাধ
বন্দিল শ্রীবিজয়ের যুগল চরণ !
"একি সখে, ছি ছি, ওকি ! ক্ষম হে আমারে"
কহিলা বিজয়—অনুরাধে ধরি দুই
করে—" শুনিতাম যদি, প্রাণের বান্ধব,
তোমার নিষেধ বাণী, ঘটিত না কভু
মর্ম্মভেদী এ ভীষণ ঘটনা; অকালে

কঙ্কাল-কাল, মম জননীরে গ্রাসিত
কি আর ? সমুজ্জ্বল দীপ-শিখা, কেন হে
নির্ব্বাপিবে বল, শূন্য না হ'তে আধার ?
কেন বা এ কুলাঙ্গার দহিবে আগুণে !"
উত্তরিলা অসুরাধ—"বিধির এ খেলা
ভাই খণ্ডিতে কে পারে ? রাজা দশানন
দেব-দৈত্য-ত্রাস, সবংশে নির্ব্বংশ নর-
বানরের হাতে, হরি জ্বলন্ত অনল-
শিখাসম জানকীরে ; সুধাময় নারী,
কভু উগরে গরল—হায়, বুদ্ধি দোষে !
এবে লহ কৃপা করি সঙ্গেতে আমায়
নাহি ধরি পূর্ব্বকার কথা, বন্ধুবর।"
" সে কি ভাই অসুরাধ" কহিলা বিজয়—
"নির্ব্বাসিত তুমি হ'বে কি লাগিয়া ? তব
চরিত্র, নির্ম্মল এ সুরধুনী সলিল-
সমান ! অপরাধী নহ তুমি, কি হেতু
এ দুর্ব্বৃত্ত দল সহ ত্যজিবে আপন
জন্মভূমি ? আরো সখে, সুমিত্র, প্রাণের
অনুজ রহিল হেথা, দেখিবে তাহারে
বল কোন জন ? মাতা ভ্রাতা হারাইয়ে—
কাঁদিলে প্রাণের ভাই সান্ত্বিবে তাহারে
তুমি, মমাভাবে। কেন ভাই স্ত্রী-পুত্রে বা
দুঃখে ভাসাইবে ?—নিবৃত্ত, বন্ধো আপনি।"
" কি কথা বলিলে ? একা রব আমি দেশে ?

ধিক্ মোর প্রাণে ; প্রিয় জনে ! জীবনের
জীবন আপনি, চলিলে কোথায় ! এই
মরুক্ষেত্রে কি করিব, যবে যাবে প্রাণ
পিপাসায়, পীযুষ সমান তব সুধা-
মাখা কথা বিনা ? পুত্র আমার ঐ দেখ,
আনন্দে আপ্লুত হেরি মোরে ! আর দেখ
ঐ তরণীতে প্রাণের প্রেয়সী আমার,
গঞ্জিছে মোরে, বিলম্ব দেখিয়া এত !
অতএব লহ সখে চির-বন্ধু ভাবি—
নূতন প্রদেশে। নবীন প্রণয়ে মিলি,
এই দুঃসহ যাতনা পাশরিব সবে !
রক্ষিবে শ্রীজগন্নাথ প্রাণের সুমিত্রে।
শুনি আনন্দে বিজয় আলিঙ্গিয়ে মিত্র
অনুরাধে, আজ্ঞা দিলা কর্ণধারে, অতি
সত্বর বাহিতে। পালিভরে চলে তরী—
পে'য়ে সুবাতাস ;—দেখিতে দেখিতে হ'ল
সিংহপুর দৃষ্টি বহির্ভূত, অট্টালিকা,
উচ্চ মহীরুহ গণ, হইল অদৃশ্য,
যথা, ভগ্নতল-তরণি-মাস্তুল চয়
সাগর গর্ভেতে—ক্রমে। অনতিবিলম্বে
দেব বিভাবসু নামিলেন ধীরে ধীরে
বিশ্রাম লভিতে, অস্তাচল চূড়ে ; যত
দিগঙ্গনা বিবিধ রঞ্জিত বাস পরি,
রঞ্জিল জলদ দলে—হেরি সেই শোভা,

পদ্মিনী-নায়ক হর্ষে দিলা আলিঙ্গন
সে সবায়, প্রসারিয়া কর ;—অভিমানে
ঝাঁপিল বদন, সতী নলিনী অমনি ;--
ক্রমে তমস্বিনী, ক্রোধে, তাড়াইলা দুষ্টা
দিগঙ্গনাগণে—কমল দুঃখে দুঃখিনী !
হ'ল ঘোর অন্ধকার, তথাপি চলিছে
তরীত্রয় অবিশ্রাম, আকাশ হীরক,
নক্ষত্র আলোকে, বিস্তারিয়া পাখা—যথা,
গরুড়, খগকুলপতি, সহ জটায়ু-
সম্পাতি, ভ্রমিছে গগন মাঝে ! নগর,
গ্রাম কত, উপবন, বন এড়াইয়ে
গেল বারিরথত্রয়, নিশি শেষ হ'তে,
না পারি বর্ণিতে। নাহি আর সে সকল
সৌভাগ্য-নিশান ;—বঙ্গ-স্বাধীনতা সহ
হায়, হ'য়েছে বিলীন এবে!—শোভিবে কি
দুঃখিনী জননী আর, কভু সে শোভায় ?
ভায়াদের একতা-বন্ধনে বিদরিয়ে
যায় বুক ! কোথায় সাজার মা লভেন
গঙ্গায় ?—ভারত তাই দহিছে অনলে !!
এ দিকে ভার্গবসুতা, ত্যজি অন্ন জল
সেই কাল নিশা হ'তে ধরণী লুণ্ঠিতা
হ'য়ে, আছে একাকিনী সতী ! অকস্মাৎ
স্বচ্ছাকাশ হতে, বজ্রপাত কি কারণে ?
পবিত্র সতীত্বে তাঁর কেন বা লাগিল

বিষম কলঙ্ক-কালি ? মধ্যাহ্নে কেমনে
দীপ্তি হীন দিনমণি ?—ভাবিয়া আকুল
বামা ;—ভাসিতেছে সরোজিনী নয়নের
জলে ! সুকোমল কণ্ঠস্বরে কাঁদিতেছে
সাধ্বী, ভেদিয়া হৃদয়, করি হাহাকার ;—
" হা বিধে ! কেন হে ভাগ্যে একাল লিখন
মম ? অন্তর্যামী তুমি,—বল কি পাতকে,
এই অসহ্য যাতনা দিতেছ আমায় ?—
পারি সহিবারে শত-বৃশ্চিক-দংশন-
জ্বালা ; কাল-ফণী পারি ধরিবারে ; কোন
ক্লেশ নাহি গণি অনশনে ত্যজিবারে
প্রাণ ; না ডরি কুলিশে, চূর্ণিত হইবে
যাহে দেহ ; জ্বলন্ত অনলে অবহেলে
পারি প্রবেশিতে ;—কিন্তু নাহি পারি, মম
হৃদি-সরসী-কমল, সতীত্ব-দেবীরে,
করিতে মলিনা—এ প্রাণ থাকিতে ! হায়,
কি আছে পাপ ধরায়, রমণীর ধন
ইহা সম ? বিধবা তাহাতে আমি, পতি-
পুত্র-হীনা ; অন্ধকার-ময় নেত্রে, হেরি
অবনীর অনর্থক গৌরব যতেক ;—
সতীত্ব-আদিত্য মাত্র, নাশে সে তিমির-
রাশি—এ আলোক-স্তম্ভ ভবের অপার
পারাবারে !—বিনা দোষে দোষী, ওহে আমি,
জগদ্বন্ধু জগত জীবন ; অবিদিত

নহে তব কাছে! কিন্তু নাথ, পিতা মাতা
গুরুজন যত, কি ভাবিবে তাঁরা? কোন্
মুখে চাহিব তাঁদের দিকে আমি! সিক্তা-
রাশি সম, হেরিবে তাঁহারা দুঃখিনীরে—
ভয়ঙ্কর—না জানিয়ে, হায়, অভ্যন্তরে
মম, বহিতেছে ক্ষীর-প্রবাহ, সুমিষ্ট
অন্তঃসলিলা-বাহিনী যেমতি! হায়, কে
বল জানিবে জলের নীচে মুক্তাফল
আছে সুনিশ্চিত? অতএব পিতঃ, কিবা
কাজ এ প্রাণ রাখিয়া? সতী-কলঙ্কিনী,
জীবিত-মৃতের মত! এই ভিক্ষা মাগি
হে অনাথ-নাথ, এই আত্ম-হত্যা-পাপ-
হ'তে যেন, পরিত্রাণ পাই দয়াময়!
নিষ্কলঙ্কী এ কিঙ্করী তব, তব পদে
লয় হে শরণ, পিতঃ কলঙ্ক-ভঞ্জন!
 এত কহি নিষ্কাশিলা সুতীক্ষ্ন ছুরিকা
বিদীর্ণ করিতে বক্ষঃস্থল, প্রভাবতী
সতী। চাহিয়া আকাশ-পথে, তুলিলেন
সুকোমল করে, যম-সহচর-সম
অস্ত্র ভয়ঙ্কর, প্রাণ বিসর্জ্জিতে;—হায়,
কে বুঝে বিধির খেলা!—দেখ অকস্মাৎ,
ত্রস্ত আসি হস্ত ধরি লুটাইলা পায়,
বণিক-কিঙ্করী!—"কেন রে, মন্দভাগিনি,
কেন নিবারিলি তুই, আমারে এখন—

বল্ কিবা আছে মনে ! যত অলঙ্কার
মম, দিলাম সে সব তোরে ; ছাড় এবে,
নিত্য সখা সহ গিয়া, করিব মিলন। ”

কহিলা দাসেয়ী—“ এবে জানিলাম, কভু
নাহি লাগে কোন চিহ্ন, হুতাশনে,—সদা
সমুজ্জ্বল যিনি নিজ-ধর্ম্মগুণে ! তাই
তুমি ! কি করিবে বল সৌদামিনী, যার
অর্থলোভে, দাবানল-সম, জ্বালিয়াছি
আহা, ভীষণ আগুণ, তব সুকুমার-
হৃদয়-মাঝারে আমি !—দেহ গো ছুরিকা
মম করে ; এইক্ষণে সাক্ষাতে তোমার
ত্যজিয়া পাপ পরাণ, নাষবি কলুষে !

তার পর দাসী ডাকি সদাগরে, ভাসি
আঁখিনীরে, নিবেদিলা যতেক ঘটনা,
একে একে। শুনি সাধু কান্দিলা বিস্তর
দুহিতার করে ধরি ; —না জানিয়া কষ্ট
কত দিয়াছে তাঁহারে, এই ভাবি। সতী
প্রভাবতী বিসর্জ্জিলা আনন্দাশ্রু, সিক্ত
করি পিতৃ-পাদ-পদ্ম,—শত ধন্যবাদ
সহ, প্রণমি মানসে, সেই কৃপাময়
সদা সত্য-সহচর, জগৎ-ঈশ্বরে।

[illegible]ম দিবসে তরীত্রয় উতরিলা
[illegible] পুণ্যক্ষেত্র সাগর সঙ্গমে। কিবা
[illegible] সেই স্থান !—প্রসারি শতেক

বাহু যেন, রজত-বরণী গঙ্গাদেবী
আলিঙ্গন করিছে সাগরে. আহা মরি !
যার লাগি অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত, মরুক্ষেত্র
নিবিড় অরণ্য আদি করি অতিক্রম,
সহস্র সহস্র ক্রোশ এসেছে বাহিয়া,
নাহি গণি ক্লেশ ! ধন্য, সতী-পতি-ভক্তি !—
শোভিছে সে স্থল যথা, সুনীল জলদ-
আচ্ছন্ন-আকাশে খেলিতেছে একেবারে
শত সৌদামিনী !—কিংবা, স্থলে জলে যেন.
বিবাদিছে নিজ নিজ অধিকার লাগি ।
চলিলা তরিকা-দল ঊর্ম্মিদল ভেদি—
অকূল অর্ণবে হেলিতে দুলিতে, করী-
দল যথা, দলিয়া কমল বন ! ক্রমে,
অনলের আভা-সম জল রাশি হ'তে
প্রকাশিল পূর্ব্বদিক ;—দূরে শক্রধনু
যেন, উদিল অম্বুতে ঈষদ রঞ্জিয়া
তরঙ্গ-কুলের অগ্রভাগ ; সেই ক্ষণে
দেখিতে দেখিতে লোহিত বরণে, শোভা-
পূর্ণ প্রভাকর হইল প্রকাশ, স্বর্ণ-
অলঙ্কারে বিভূষিয়া সাগর শরীর !
পালিদণ্ড যত, বায়ুস্ফীত-শুভ্র-পালি
সহ, শোভিলা যথা, রজতাঙ্গ পিণাকী
শঙ্কর ! এবে একদিক তার রঞ্জিয়া
সুবর্ণ কিরণে ভানু দেব, হরগৌরী-

মূর্ত্তি প্রেমময়, করিলা প্রকাশ! ইহা
হেরি মুগ্ধ হ'য়ে বায়ু কুলেশ্বর, সম-
ভাবে আহা, লাগিল বহিতে, রক্ষিবারে
সেই নেত্রানন্দ-প্রদ, সুন্দর মুরতি।
কিছুকাল পবনের এ প্রসাদে, পোত-
দল ছুটিলা নক্ষত্র-বেগে ;—হর্ষচিত্ত
সর্ব্বজনে পাসরিয়ে পূর্ব্বকার দুঃখ!
সুখ দুঃখ ক্ষণ-স্থায়ী মানব-জীবনে।
এইরূপে চলিতেছে সপ্ত-দিবা-নিশি
বারিধি-হৃদয়ে, সে অর্ণব-রথ-দল
নৈঋর্তাভিমুখে—হেন অনুমানি, পাণ্ড্য,
কিংবা চোল রাজ্যে, স্বল্পকাল পরে, রবে
স্থাপিয়ে উপনিবেশ, পৌঁছি যুবা যত।
বুঝিতে পারিয়া দেব ত্রিদিব ঈশ্বর
আদেশিলা দেব প্রভঞ্জনে—" যাও দেব
অনুচর দলে তব, রাখহ একত্রে
সাজাইয়ে ; পরে উদীচী দিকেতে যবে,
হেরিবে আমারে নভো-গজারূঢ় ঘন
ব্যোম-ধূমাবৃত ; বহিবে তুমুল ঝড়,
ঘোর রবে কাঁপাইয়ে দিক দশে ;—লঙ্কা-
ধামে আমি লইব বিজয়ে। সঙ্গে লয়ে
তুমি যত যুবক-সন্তানে নাগদ্বীপে
দিবে রাখি ; রমণী যতেক, সুযতনে
লইবে মহীন্দ্রে (১)। শাপভ্রষ্ট সহচর

(১) দ্বীপ বিশেষ।

সহচরী মম, তারা; স্বল্পকালে পা'বে
স্থান অমরাবতীতে, ত্যজি দেহ। পরে,
যবে রাজপুত্র সহ বন্ধুগণ, পূর্ণ
কালে, সাধিয়ে দেবের কার্য্য, আসিবে এ-
স্থলে; মিলিবে সকলে সুখে।" এত শুনি
গেলা চলি অঞ্জনা-রঞ্জন বায়ুপতি!

দেখিতে দেখিতে, বায়ু বিনা গতি-হীন
তরীত্রয়! পালি বস্ত্র, শিথিল ক্রমেতে—
পড়িলা ঝুলিয়া ওই! পয়োনিধি যেন
নিদ্রিত আপনি—চলে না তরণী আর!

ডাকিয়ে নাবিক দলে বাহিতে বলিল
কর্ণধার;—পলক পড়িতে, সারি সারি
নৌদণ্ড পড়িলা নিথর জলে, চেতন
করিতে যেন, ঘুমন্ত সাগরে! পুনশ্চ
চলিলা ধীরে তরণী নিচয়, কাটিয়ে
জল, কল-কল রবে; কোটী কোটী মুক্তা-
ফল লাগিল ফলিতে দণ্ডের আঘাতে;—
বর্ণের আকর বিভাকর, উজলিলা
সে সকলে—হেরি জুড়ায় নয়ন মন!

ক্রমে অংশুমালী-দেব অগ্নিমালী হ'য়ে
অসহ্য আগুণ জ্বালি লাগিল দহিতে
মাল্লা দলে। শ্বাস-রুদ্ধ যেন বায়ুবর!
ঘর্ম্মাক্ত শরীর, ম্লান-মুখ, ঘন-শ্বাস-
বাহী দাঁড়ী যত, মরিতে মরিতে তবু

তুলিছে ফেলিছে দাঁড় সবে। সে সবার
মুখ হেরি, বিজয়ের দয়া উপজিল ;
স্নেহার্দ্র-হৃদয়ে, বিশ্রামিতে ক্ষণকাল
করিলা আদেশ ;—নিমেষে সকল দণ্ড
উঠিল নৌকায়—অচল সমান জল-
যান, অচল হইলা! নিস্তব্ধ সকল ;
কোন জলচরে, নাহি হেরি কোন স্থানে!
তার পর সূর্য্যদেব ডুবিতে সাগরে
নামিল পশ্চিম দিকে, তথাপি নির্ব্বাত
হেতু গুমট প্রবল! জলরাশি যেন,
জ্বলন্ত অনলোত্তাপ, ছাড়িছে নিশ্বাস ;
যায় প্রাণ, অস্থির সকল প্রাণী, সেই
নিদারুণ নিদাঘ-দলনে, ভয়ঙ্কর।
কৃষ্ণবর্ণ রেখা কিবা যেন, হেন কালে
উদিলা উদীচীদিকে—ক্রমে ধূমাকার
ধরি সেই লাগিল বাড়িতে!—ও কি মেঘ ?
ওই না কি চমকিলা ক্ষণপ্রভা-সম ?
বলিতে বলিতে গগনার্দ্ধ সমাচ্ছন্ন
ঘোর ঘন-ঘটা-জালে, একেবারে!
প্রলয় ঝড়ের শব্দ ধ্বনিল শ্রবণে—
পর্ব্বত সমান জল নাচিল সুদূরে!
" সামাল সামাল " উঠিল সত্বরে রব ;
নাবিকের দল, ত্রস্ত আসি রসা রসী
লাগিল খুলিতে—নামাইলা পালি, ছোট

বড়, মুহূর্ত্ত মধ্যেতে ; কর্ণধারগণ
সুদূরে লইল নিজ নিজ তরী ; মাল্লা
যত কোমর বান্ধিয়া, কাণ্ডারী কটাক্ষ
লক্ষ্য করি, রহিলা প্রস্তুত। ততক্ষণে
নিবিড় নীরদ রাশি ছাইলা আকাশ ;
পলাইলা প্রভাকর পয়োনিধি-তলে ;
ঘোর গভীর নিস্বনে বহিলা বিষম
ঝড় ; আস্ফালিলা ক্রোধে অম্বুরাশি—উচ্চ
শৃঙ্গবর-সম ঊর্ম্মিকুল ঊর্দ্ধে উঠি
অঙ্গ ফুলাইয়ে, রোধিতে লাগিলা ভীম
প্রভঞ্জনে ;—মহা শব্দ উঠিলা সে কালে,
পিতৃ-বৈরী হেরি ঘন-দল, কড় কড়ে
নিনাদিয়ে বজ্রনাদ, প্রকম্পনে তীক্ষ্ণ
বাণ-সম, লাগিলা বিন্ধিতে মুষলের
ধারে, বরষি অজস্র জল ; বড় বড়
করকা নিচয় লাগিল পড়িতে, চূর্ণি
পবন দেবের দেহ ; কভু বা দগ্ধিতে
লাগিল তাঁহারে, ক্ষণ-প্রভা মেঘাগুণ !
মহাঘোর দম্ভোলি-নির্ঘোষ শুনিলেন
মুরজা দেবী রত্ন গৃহে বসি, অতল
জলের তলে ! সবার হেরি শত্রুভাব,
কোপিলা শ্বসন—মহান ঘোর নিস্বনে
বীর, লাগিল বহিতে, ঘুরাইয়া যত
মেঘ দলে—উড়াইয়া বৃষ্টিধারা—ঊর্ম্মি-

কুলে আছাড়ি সবলে ; কার সাধ্য রোধে
গতি তাঁর, বীর অজেয় জগতে ! ক্রমে
বাড়িল বিকট অন্ধকার ঘোরা নিশা
আগমনে, নাহি হেরি কিছু, জগতের
এই অসীম সৃষ্টিতে !—হইল প্রলয়
একি ? সূর্য্য চন্দ্র তারাকুল পাইলা কি
লয় ? না—ওই যে চটুলা চমকি, দিলা
সব দেখাইয়া ! ঘোর বজ্রনাদে কর্ণ
গেল বিদারিয়ে ! পুনঃ তমোময় ঘোর,
কিছু না হেরি নয়নে ; কাঁপিছে হৃদয়
মারুতের অশনি অপেক্ষা অতি ভীম
হুহুঙ্কারে—তায় জলের কল্লোল মিলি,
ভয়ঙ্কর মহা প্রলয়ের রোলে, বিশ্ব
কাঁপিতে লাগিল যেন ! এইরূপে মহা
তোল পাড়, উলট পালট ঝড় ; বৃষ্টি
অবিশ্রাম ; ঝন ঝন ঝঞ্ঝনা নিনাদ ;
ভীষণ সিন্ধু গর্জ্জন ; ধ্বনিল জগতে
মহা রবে সারানিশি ! নাহি জানি গেল
কোথা, সুসজ্জিতা বারি-রথত্রয়, ল'য়ে
বুকে করি, আহা মরি, কত যে অমূল্য
ধনে—নির্দ্দোষি অবলাকুল, আর শত
শত জীবন-অঙ্কুর, সুকুমার শিশু !

প্রত্যূষে পর দিবস, কল্পনা-সুন্দরী
সাথে হেরিনু অদ্ভুত দৃশ্য—শিহরিয়া

উঠে প্রাণ, স্মরিলে সে কথা ! স্বর্ণ-লঙ্কা
(নহে এবে) উপকূলে দেখিনু বিজয়ে,
সপ্তশত-বীর-বৃন্দ, আর মাল্লা কত
ধরণী লুণ্ঠিত, করিছে রোদন। তরী
বিজয়-বাহিনী, কা'ল এতক্ষণে কিবা
মোহিনী সজ্জায়, বিস্তারিয়া পাখা, দম্ভে
করিছে গমন সিন্ধু-মাঝে !—বিচ্ছিন্না সে
এবে, ভগ্না নানা স্থানে—কোথা গেছে
পালি, কোথা পালি দণ্ড, কোথা ছই, কোথা
কর্ণ, কিছুই না জানি ? অর্দ্ধ-পূর্ণা জলে
আড় হ'য়ে র'য়েছে পড়িয়া—যেন শোকে,
কাঁদিছে যুবকগণ সহ ! কিন্তু, কোথা,
রে অভাগি, সখীদ্বয় তোর ! হৃদে যার
অপোগণ্ড শিশু, আর অবলা অঙ্গনা-
গণ ছিল রে বিরাজমান ? কোথা তারা
এবে ? তবে কিরে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর রক্ষঃ-
সম এই নৃশংস জলধি গ্রাসিয়াছে
সে সবায় ? তাহাদের সনে, আর কিরে
জনমে না হ'বে দেখা ?—বলিবে কল্পনা।
ওই শুন ডুকরি কাঁদিছে, হারাইয়া
নিধি পয়োনিধি মাঝে, যুবক সকলে,—
" হা বিধে, কেন বা মম এই ছার প্রাণ
জীবন্ত এখন, বিসর্জ্জিয়ে প্রাণাপেক্ষা-
প্রিয়তমা প্রেয়সীরে, আর নবনীত-

নিভ কোমালাঙ্গ পুত্রবরে !” বিলাপিছে
কেহ এই কথা বলি। “উহুঃ যায় প্রাণ !
হা প্রিয়ে, আসিয়ে দেখা দেহ একবার ;
কি দোষে ত্যজিলা বল এই অভাজনে ?”
‘হা পুত্র প্রাণের পাখি—মধুমাখা কথা
ক’য়ে বাপ, জুড়া রে পরাণি !” বলিতেছে
কোন জন, নিশ্বাসেতে ভেদিয়া পাষাণ।
সাগর সলিলে কেহ বিসর্জ্জিতে প্রাণ,
ধাইলা সুবেগে,—নিবারিলা অন্যে তাহে,
কান্দিতে কান্দিতে ! সেই দুঃখে দহি সেই
জন,—হায়, সবার ঘটেছে সম দশা !
হেন কালে জলে—হেরি আশ্চর্য্য সকলে-
সারি দিয়া শিশু কোলে করি, সন্তরিছে
যুবতী কতকগুলি, মস্তক তুলিয়া
অদূরে ! হায় রে, বিধির সৃষ্টি কে পারে
বুঝিতে ! এঁরা কি আহা, পাইয়াছে ত্রাণ
কালের কবল হ’তে ?—বিস্ময় মানিয়া
কয়েক যুবক ডিঙ্গা বাহি রক্ষিবারে
চলিলা সত্বরে, শিশু ও অবলা-গণে।
ছুটিলা রমণীগণ তরণী হেরিয়া,
সিন্ধুমাঝে ! বাহিল যুবকগণ করি
প্রাণপণ ; কিন্তু হায়, যাইতে নিকটে
পুচ্ছ দেখাইয়া সবে, ডুবিলা সাগরে !
অধোমুখে তটে ফিরি আইল সকলে

তীক্ষ্ণ-শেলসম-শোক বিন্ধিলা বিষম ! (১)
 সাশ্রু আঁখি জড়প্রায় উঠিয়া বিজয়
কহিলা সবার প্রতি—"আমার কারণে
প্রিয়-বন্ধুগণ, দেশত্যাগী তোমা সবে!—
ডুবিলা সমুদ্রে আমা লাগি, তোমাদের
হায়, প্রাণের প্রতিমা!—নিঃসন্তান আরো
হইলে পাপিষ্ঠ হেতু—ধিক্ ধিক্ মোরে !

(১) মিগাস্থিনীস্ লিখেন যে, তাপ্রবেণী (তাম্রপাণি অর্থাৎ লঙ্কা) দ্বীপের নিকটস্থ সমুদ্রে সাগরাঙ্গনারা (Mermaids) বিচরণ করে ! আরবদিগের মধ্যেও ইহার প্রবাদ আছে ; এবং অস্মদ্দেশেও ইহার কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন ; ফলতঃ এমন কখনই হইতে পারে না যে, ইহার মুলে কিছুই নাই। প্রকাশিত হইয়াছে, সিংহল-উপকূলে দুগঙ্গ (Dugong) নামে এক প্রকার জলচর আছে, যাহাদের মুখাবয়ব কথঞ্চিৎ মনুষ্য-মুখের ন্যায় ; এবং স্তন প্রভৃতিও মনুষ্যাকারে গঠিত; ইহাদিগের অপত্য-স্নেহ অতি প্রবল ; এবং ইহারা শাবক লইয়া হৃদয় পর্য্যন্ত ভাসাইয়া যখন সন্তরণ করে, দূর হইতে, ইহাদিগকে তখন মানুষী বলিয়া উপলব্ধি হয়। ১৫৪০ খৃঃ মানেয়ার প্রণালীতে ইহার ৭টা ধৃত হইয়া গোয়াতে প্রেরিত হয়, যথায় দিমাস বোস্কেজ্ (Demas Bosquez) ইহাদিগের শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া মনুষ্যের অভ্যন্তরীন গঠনের সহিত সৌসাদৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন। একটী মৃত দ্বিগম (?) ১৮৪৭ খৃঃ সর উইলিয়ম টেনেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল, ইহা দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট—কিন্তু ইহা অপেক্ষায়ও ইহাদিগকে বৃহৎ দেখা যায়।

এ পাপ পরাণ এখন নাহিক গেল
এ দেহ-ত্যজিয়া! মা আমার বিসর্জ্জিলা
প্রাণ!—সেই পাপে অহর্নিশি জ্বলিতেছে
হৃদি—পুনঃ এই সর্ব্বনাশ আমা হ'তে!—
কেমনে এ পাপ-পঙ্ক মাঝে পাই ত্রাণ,
না জানি উপায়! থাকিলে জীবিত, কত
নব নব কলুষেতে কলুষিবে প্রাণ,
না পারি বলিতে—পাপ-প্রতিমূর্ত্তি আমি!
অতএব কি কার্য্য রাখিয়া তুচ্ছ প্রাণে,
এখনি ডুবিব আমি সাগর সলিলে!
ক্ষম অপরাধ, প্রিয়ামাত্যগণ, এই
নির্দ্দয় পামরকৃত যত; জনমের
মত দেহ হে বিদায়, দুরাত্মা বিজয়ে।"
এত কহি চলিলা কুমার তবে তনু
ত্যজিবারে, সংবরিয়া অশ্রুবারি—অগ্নি-
শিখা সম অনুতাপ যেন, শুষিল সে
নয়নের জলধারা!—গম্ভীর ভাবেতে।
"সে কি, একি সর্ব্বনাশ হায়"—বলি সবে
উঠিলা দাঁড়ায়ে; ত্রস্ত অনুরাধ ধীর
ধরিলা বিজয়ে। কহিতে লাগিলা মিত্র,
স্থির হও প্রাণসখে, না হয় উচিত
তব ত্যজিতে সকলে; সুকাণ্ড বিহনে
শাখাচয় জীয়ে কতক্ষণ! আর শুন,—
পরামর্শ করি, সবে মিলি হ'য়েছে যে

কাজ, দোষী সবে তায় ; আপনি ত্যজিবে
প্রাণ বল কি লাগিয়া ? যদি একান্ত হে
প্রিয়তম এই তব পণ, চল তবে
সকলে মিলিয়া নিমজ্জি সিন্ধু-সলিলে !—
বাসনা কাহার বল, হারাইয়া দারা-
সুত—পুনঃ তোমা হেন প্রাণের বান্ধবে,
বাঁচিতে বিজন এই দেশে ? ক্ষণকালে
এ সৌর জগত—গ্রহ, উপগ্রহ আদি
ধূমকেতু—বিধ্বংস হইবে, সূর্য্যদেব
কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হ'লে ! তুমি এ সবার প্রাণ,
সকল আঁধারময় হ'বে তোমা বিনা !"
"সাধু সাধু" বলি সায় দিলা অনুরাধে
যত মিত্রগণ। "এ'স আলিঙ্গন সবে
করি পরস্পরে, হাসিতে হাসিতে ত্যজি
প্রাণ, দেখা করি প্রাণ-প্রিয়-জন সহ"—
এত বলি মাতিল সকলে—যমপুরী
আক্রমিবে যেন, হেন লয় মনে !
　প্রমাদ গণিয়া দেব-শচীপতি আজ্ঞা
দিলা, দেবী দৈববাণী প্রতি, প্রবোধিতে
সে সবায় সুমিষ্ট ভাষায়, সুমধুর-
স্বরে। তখনি অমনি দেবী লুকাইয়া
বরবপু শুভ্র-মেঘ-আড়ে, এই কথা
সুধায় ভাষিলা,—" শুনহ সকলে—বৃথা
না করিহ শোক আর ; তোমাদের পত্নী-